বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১ - ২০২২

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১ - ২০২২

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

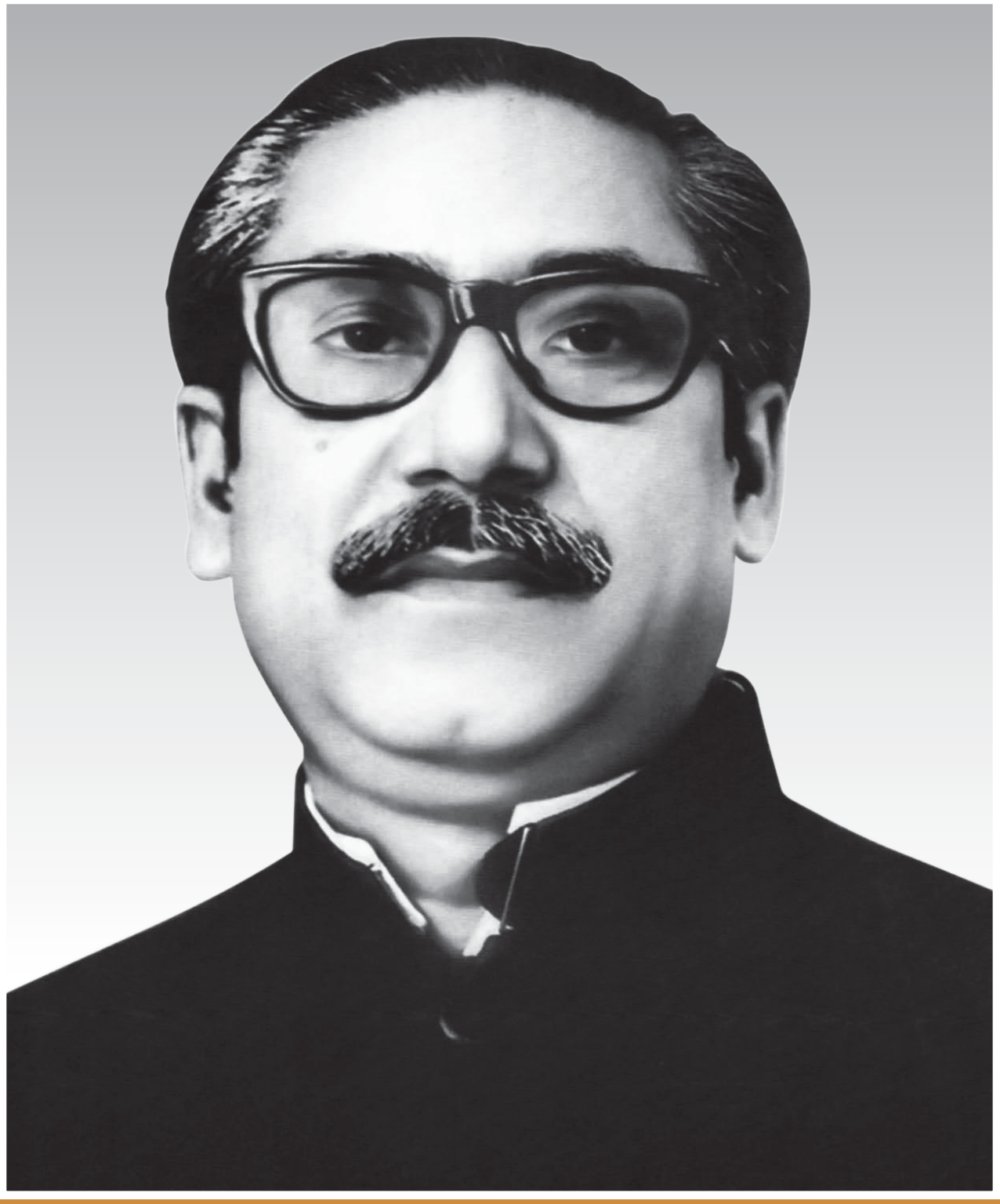

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....১৪২৯
.....২০২২

গৃহায়নও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২০২১–২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের গত এক বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকারের আমলে তথ্য অধিকার আইন ২০০৮ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ৪৫ হাজারেরও বেশি ওয়েবসাইটের সমন্বয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল গড়ে তোলা হয়েছে। এই আইন ও বিধিমালায় যে কোনো মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থার প্রকাশযোগ্য তথ্য বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এ বার্ষিক প্রতিবেদন তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৮ বাস্তবায়নে করবে বলে মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার ১১তম অভিষ্ট অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই, নিরাপদ ও ব্যয়সাশ্রয়ী বাসস্থান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন, তাতে যেখানে সবার জন্য মানসম্মত আবাসন নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। সরকারের এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে দেশের প্রতিটি শহরের পরিকল্পিত উন্নয়নের পাশাপাশি স্বল্প, মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বিপুলসংখ্যক প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের বসবাসের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত বহুতল ভবন। রাজধানী ঢাকার বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ সামলাতে ইতোমধ্যে দুটি স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের সকল জেলা, উপজেলা এবং আঞ্চলিক শহরের পরিকল্পন উন্নয়নের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। রাজধানী ঢাকার পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রমের ফলে শহরের সৌন্দর্য বর্ধন, কৃষিজমি, প্রাকৃতিক জলাশয় ও বনভূমি রক্ষাসহ সকল মানুষের মানসম্মত আবাসনের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সকল শ্রেণিপেশার মানুষ সবিস্তারে অবগত হবেন সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিকতর জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি হবে। এর মাধ্যমে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অধিকতর সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২০২১–২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(শরীফ আহমেদ, এমপি)

বাণী

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....১৪২৯
.....২০২২

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২০২১–২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং জনসাধারণের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি।

সকলের জন্য নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি অঙ্গীকার। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য ও ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর আলোকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় আবাসনের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা মহানগরীর টেকসই ও পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) (২০১৬–২০৩৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও নির্মাণ উপকরণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে নিরাপদ ভবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) ২০২০ জারি করা হয়েছে। বস্তিবাসীদের আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মিরপুরে ৫৩৩টি ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করে বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় আবাসিক প্লট উন্নয়ন ও আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা ৪০% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গত ১ বছরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ঢাকার মিরপুর ৬নং সেকশনে ২৮৮টি, ঢাকার মালিবাগে ৪৫৬টি, তেজগাঁওয়ে ৫৮টি, আজিমপুরে ১২৯২টি ও ঢাকার মতিঝিলে ৩৮০টি ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠমোর স্থাপত্য ও কাঠামোগত নক্সা প্রণয়ন ও নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। আশা করি সুপরিকল্পিত নগরায়ন ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং জনগণ এর সুফল ভোগ করবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিকল্পিত, নিরাপদ ও বাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলা হলেই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১–২২' এ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের গত অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(কাজী ওয়াছি উদ্দিন)

সম্পাদকীয়

অতিরিক্ত সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.....১৪২৯
.....২০২২

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নগর ও গ্রামাঞ্চল আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যেই দেশের আবাসন খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। করোনা মহামারীর বৈশ্বিক প্রভাব, প্রাকৃতিক ও দুর্যোগ এবং সংক্ষাতপূর্ণ বিশ্ব পরিস্থিতিতেও দেশের আবাসন সমস্যা মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে।

গত অর্থবছরে মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর ও সংস্থা যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে তারই উপর ভিত্তি করে এবারের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১–২০২২ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকাশনায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজউক, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ দেশের সকল পর্যায়ে আবাসনসহ নগর পরিকল্পনা ও নানাবিধ উন্নয়নমূলক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে তারই বিশদ প্রতিচ্ছবি রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়েছে। সাথে সাথে মন্ত্রণালয়ের নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের পরিকল্পিত ও সকল কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে যে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে, হাউসিং এণ্ড বিল্ডিং রিচার্জ ইন্সটিটিউট আবাসন প্রকল্পের জন্য পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উদ্ভাবনে যে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়েছে তারও একটি চিত্র এ প্রকাশনায় স্থান পেয়েছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর ও সংস্থার কার্যক্রম এবং তা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক অগ্রগতি, সাফল্য ইত্যাদি সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপন করাই আমাদের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমি ধন্যবাদ জানাই সকলকে যাদের সহযোগিতায় এ প্রতিবেদনটি যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আমি শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি এবং সম্মানিত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিনকে তাদের মূল্যবান দিকনির্দেশনার জন্য।

সবশেষে পাঠকের প্রতি অনুরোধ প্রতিবেদনটি মুদ্রণজনিত কোনো ভুল বা সীমাবদ্ধতা থাকলে সে বিষয়ে গঠনমূলক মতামত বা পরামর্শ প্রদানের গ্রহণ, যা পরবর্তী প্রকাশনায় আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

(ড. মো. আশফাকুল ইসলাম বাবুল)

সম্পাদনা পরিষদ

ড. মো. আশফাকুল ইসলাম বাবুল
(অতিরিক্ত সচিব) ও আহবায়ক

জনাব মো. শওকত আলী
(যুগ্মসচিব) ও সদস্য

জনাব নায়লা আহমেদ
(উপসচিব) ও সদস্য

জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ
(উপসচিব) ও সদস্য

জনাব মো. মাহবুবুর রহমান
(উপসচিব) ও সদস্য

জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ
(নির্বাহী প্রকৌশলী) ও সদস্য

জনাব অভিজিৎ রায়
(উপসচিব) ও সদস্যসচিব

সূচিপত্র

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৫
গণপূর্ত অধিদপ্তর	২১
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	৩৩
স্থাপত্য অধিদপ্তর	৩৭
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	৪৫
হাউজিং এণ্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট (HBRI)	৫৯
সরকারি আবাসন পরিদপ্তর	৬৯
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর	৭৩
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৭৭
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৯১
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১০৫
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১১৫
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১২৫

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাসস্থান জনগণের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সরকারের পূর্ত কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ১৭৮৬ সনে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর সরকার পূর্ত এবং সেচ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয় নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয়টি ১৯৮৭ সালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নামে পুনর্গঠিত হয়।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভবন, জেলা প্রশাসকের অফিস, জজকোর্ট, সিভিল সার্জনের অফিস, পুলিশলাইন, জেলখানা, সার্কিট হাউজ, থানা কমপ্লেক্স, হাসপাতাল এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি/বাড়িসহ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসভবনসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নলিখিত অধিদপ্তর/পরিদপ্তর রয়েছে: (ক). গণপূর্ত অধিদপ্তর; (খ). নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর; (গ.) হাউজিং এন্ড বিল্ডিং নির্মাণ ইন্সিটিটিউ; (ঘ). স্থাপত্য অধিদপ্তর; (ঙ). অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ পরিদপ্তর এবং (চ). সরকারি আবাসন প্রকল্প পরিদপ্তর। এছাড়া (ক). জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ; (খ). রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; (গ). খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; (ঘ). রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; (ঙ). চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; এবং (চ). কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলি

- সরকারি ভবন ও অন্যান্য অবকাঠমোর স্থাপত্য ও কাঠামোগত নক্সা প্রণয়ন;
- স্মৃতিসৌধ, যাদুঘর ও ঐতিহাসিক অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ/সংরক্ষণ;
- মহানগরী এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়ন;
- দেশের উচ্চ, মধ্যম ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য ভূমির উন্নয়ন ও অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক আবাসিক প্লট তৈরি;
- পরিকল্পিত নগরায়ন ও ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- নগরাঞ্চলের বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল সুযোগ-সুবিধা সংবলিত আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প প্লট তৈরি বরাদ্দকরণ;
- নিম্নবিত্ত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য প্লট তৈরি এবং বাসগৃহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারের আওতাধীন পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর, ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা, রক্ষাণাবেক্ষণ, হস্তান্তর ও বিক্রয়করণ;
- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে বরাদ্দকরণ;
- সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকদের কাছে সহজ শর্তে বিক্রির জন্য বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ;
- স্বল্পখরচে টেকসই গৃহ নির্মাণের কলাকৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিপণন;
- শহরাঞ্চলে গৃহহীন/দরিদ্র/বাস্তুহারা লোকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ;
- দেশের প্রতিটি উপজেলার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ইত্যাদি;

উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য এবং মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে– (ক) প্রশাসন, (খ) উন্নয়ন, (গ) মনিটরিং নামে তিনটি ফাংশনাল উইং-এ বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক উইং-এর প্রধান হবেন একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব। তিন জন যুগ্ম সচিবের অধীনে রয়েছেন– চারজন উপ-সচিব ও বার সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব।

তিনটি ফাংশনাল উইংকে সহায়তা করার জন্য রয়েছে– (ক) প্ল্যানিং সেল, (খ) ল'সেল, (গ) একাউন্টস সেল। বর্তমান প্ল্যানিং সেল একজন যুগ্ম সচিব, ল'সেলে একজন/অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের আইন উপদেষ্টাসহ দুইজন আইন কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব) এবং একাউন্টস সেল একজন একাউন্টস অফিসার পদমর্যাদার কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়া সরকারি সম্পত্তি/পরিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য রয়েছে।

- পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড;
- প্রথম কোর্ট অব সেটেলমেন্ট এবং
- দ্বিতীয় কোর্ট অব সেটেলমেন্ট

রূপকল্প (Vision)

পরিকল্পিত নগর : নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন

অভিলক্ষ্য (Mission)

সুষ্ঠু পরিকল্পনা, গবেষণা এবং ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সাশ্রয়ী আবাসন ও সুপরিকল্পিত নগরায়ন।

মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. পরিকল্পিত নগরায়ন;
২. সবার জন্য টেকসই, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণ;
৩. পরিবেশবান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৪. সরকারি মালিকানাধীন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
৫. সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ভবন/ অবকাঠামোসমূহের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা;

কার্যাবলি (Functions)

১. দেশের আবাসন সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ;
২. সরকারি স্থাপনা ও অন্যান্য অবকাঠামোর স্থাপত্য ও কাঠামোগত নক্সা প্রণয়ন, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৩. পরিকল্পিত আবাসন খাত বিকাশের লক্ষ্যে নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন;
৪. পরিকল্পিত নগরায়ন, ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়ন;
৫. সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সমস্যার সমাধানে কার্যক্রম গ্রহণ;
৬. নগরায়ন, গৃহায়ণ, স্থাপনা নির্মাণ, নির্মাণ সামগ্রী ও কলাকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৭. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা; এবং
৮. নগরায়ন এবং আবাসন সমস্যা সমাধানে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি।

মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

ক্রমিক	পদের নাম	এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পদের সংখ্যা	বিলুপ্ত পদের সংখ্যা	বিলুপ্তির পর পদের সংখ্যা	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা
১.	সিনিয়র সচিব/সচিব	০১	-	০১	-	০১
২.	অতিরিক্ত সচিব	-	-	-	০১	০১
৩.	যুগ্মসচিব	০৩	০১	০২	-	০২
৪.	উপসচিব	০৫	০২	০৩	০৩	০৬
৫.	উপ-প্রধান	০১	-	০১	-	০১
৬.	সচিবের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-	০১
৭.	সিনি: সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	১৪	০৪	১০	১০	২০
৮.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	-	-	-	-	-
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	-	-	-	০১	০১
১০.	সিনি: সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৩	-	০৩	-	০৩
১১.	প্রোগ্রামার	-	-	-	০১	০১
১২.	সহকারী প্রোগ্রামার	-	-	-	০১	০১
১৩.	সহকারী মেইন্টিনেন্স ইঞ্জিনিয়ার				০১	০১
১৪.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	-	-	-	০১	০১
১৫.	লাইব্রেরিয়ান					
১৬.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৮	০৪	১৪	০৬	২০
১৭.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০	০৩	০৭	০৪	১১
১৮.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-	০১
১৯.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৭	০৪	১৩	০২	১৫
২০.	কম্পিউটার অপারেটর	-	-	-	০৪	০৪
২১.	হিসাবরক্ষক	০১	-	০১	-	০১
২২.	ক্যাশিয়ার	০১	-	০১	-	০১

২৩.	অফিস সহকারী /অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৪	-	০৪	১৩	১৭
২৪.	ক্যাশ সরকার		০১	-	০১	-০১
২৫.	ডেসপাসরাইডার/প্রসেস সার্ভার	০১	-	০১	০৩	০৪
২৬.	শাখা সহকারী/উচ্চমান সহকারী	-	-	-	০৮	০৮
২৭.	বেঞ্চ সহকারী	-	-	-	০২	০২
২৮.	সাঁট-লিপিকার	-	-	-	০৮	০৮
২৯.	অফিস সহায়ক	২৯	০৭	২২	২৭	৪৯
৩০.	গাড়িচালক	-	-	-	০৪	০৪
৩১.	দারোয়ান/গার্ড	-	-	-	০২	০২
৩২.	ঝাড়ুদার	-	-	-	০২	০২
৩৩.	ইলেকট্রিশিয়ান	-	-	-	-	-
	সর্বমোট =	**১১১**	**২৫**	**৮৬**	**১০৪**	**১৯০**

গত ১০ আগস্ট ২০২২ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে ২৩টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং ৪৪টি পদ অস্থায়ীভাবে অর্থাৎ সর্বমোট (২৩ + ৪৪) = ৬৭টি (সাতষট্টি)টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। পদ সৃজনে শর্তাবলির আওতায় ইতোমধ্যে উক্ত ৬৭টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপনের জন্য অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পদগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ :

পদের বিবরণ

ক্রমিক	পদের নাম	পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	অতিরিক্ত সচিব	০১	ক্যাডার পদ
২.	যুগ্মসচিব	০২	”
৩.	উপসচিব	০৮	”
৪.	সিনিয়র সহকারী সচিব	১২	”
৫.	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	
৬.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬	
৭.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২	
৮.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০২	
৯.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০২	
১০.	অফিস সহায়ক	১১	
	সর্বমোট =	**৬৭**	

গণপূর্ত অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর বাংলাদেশে নির্মাণ অঙ্গনের পথিকৃত। প্রায় দুই শত বছর ধরে গণপূর্ত অধিদপ্তর দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মান নির্ধারণ করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠান সরকারি নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর প্রকল্প বাস্তবায়নেও এর ভূমিকা রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারসহ একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা পেশাদারিত্ব ও কাজের মান গণপূর্ত অধিদপ্তরের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। তাই ভবন সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরই সবার প্রথম পছন্দ। সরকারের প্রধান নির্মাণ সহযোগী প্রতিষ্ঠান হওয়া ছাড়াও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এটি প্রতিনিয়ত দেশের নির্মাণ শিল্পে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের তদারকি ও গতিবৃদ্ধি করে যাচ্ছে।

১. রূপকল্প

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সরকারি আবাসিক বাসভবন এবং অফিস ভবনসমূহের প্রতিনিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ স্বল্পতম সময়ে প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন ভবনসমূহের নির্মাণ ও মেরামতের মান উন্নয়ন।

২. অভিলক্ষ্য

গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যে সকল নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করে থাকে তা নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত মানে ও উপযুক্ত ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে সম্পাদন নিশ্চিতকরণ।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১–২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৩০টি, যার মোট প্রকল্পমূল্য ৯৪৮৭.৫২ কোটি টাকা। বিগত ২০২১–২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১৩৬৪.৯৯ কোটি টাকা, ব্যয় ১৩৬০.৪৮ কোটি টাকা এবং ব্যয়ের হার ৯৯.৬৭%।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য:

(০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) (কোটি টাকায়)

২০২১–২২ অর্থবছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	২০২১–২২ অর্থবছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ	২০২১–২২ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	২০২১-২২ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
৩০	মোট = ১,৩৬৪.৯৯ জিওবি = ১,৩৫৩.৯৯ প্রকল্প সাহায্য = ১১.০০	মোট = ১,৩৬০.৪৮ (৯৯.৬৭%) জিওবি = ১,৩৫৩.৯৯ (৯৯.৬৭%) প্রকল্প সাহায্য = ১১.০০ (১০০%)	১২

৪. ২০২১–২০২২ অর্থবছরের অর্জন

ক) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ২০২১–২০২২ অর্থবছরে মোট ৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে, যার তালিকা নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার লাইব্রেরি ভবন, এনেক্স ভবন এবং অডিটোরিয়াম নবায়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ।
২. ঢাকাস্থ রমনা পার্কের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং রমনা লেকসহ সার্বিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ।
৩. ঢাকার তেজগাঁওয়ে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য বহুতল (১৩ তলা) আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।
৪. ঢাকাস্থ মিরপুর ৬নং সেকশনে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ২৮৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।
৫. ঢাকাস্থ মতিঝিল সরকারি কলোনিতে (হাসপাতাল জোন স্টোর কম্পাউন্ড) বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ।
৬. ঢাকার আজিমপুরে বিচারকদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ।
৭. নোয়াখালী সদরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবন নির্মাণ।
৮. গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ভবন সুরক্ষা উন্নিতকরণ।
৯. ঢাকার মালিবাগে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য ৪৫৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণ।

খ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ২০২১–২০২২ অর্থবছরে যেসব প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে–

মন্ত্রণালয়ের নাম		২০২১–২২ অর্থবছরে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্প
অর্থমন্ত্রণালয়	১	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	২	তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ।
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩	ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ।
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৪	শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট মাদারগঞ্জ, জামালপুর।
	৫	শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ।
ভূমি-মন্ত্রণালয়	৬	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব)।
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭	নীলক্ষেত কর্মজীবী নতুন মহিলা হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প।
শিল্প মন্ত্রণালয়	৮	তেজগাঁওয়ে বহুতল বিশিষ্ট বিসিক ভবন নির্মাণ।
	৯	বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাদিসহ টুল ইন্সটিটিউট স্থাপন।
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	১০	বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১	বিদ্যমান পুলিশ হাসপাতালসমূহ আধুনিকীকরণ।
	১২	পুলিশ বিভাগের আধুনিকীকরণ ও সমতা বৃদ্ধির জন্য এন কম সেন্টার ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।
	১৩	দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ বিভাগের ৫০টি হাইওয়ে আউট পোস্ট নির্মাণ।
	১৪	পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন ইউনিটে ১২টি ব্যারাক ভবন নির্মাণ।
	১৫	১৯টি নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যারাক নির্মাণ।
	১৬	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প।
	১৭	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ৩০টি উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ।
	১৮	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত ৪৬টি) উপজেলা সদর/ স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ১২টি উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ।
	১৯	২৯টি জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ব্যারাকসমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৩টি জেলায়)।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	২০	৫০০ শয্যাবিশিষ্ট এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ।
	২১	২৫০ শয্যাবিশিষ্ট কর্ণেল আবদুল মালেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ।
	২২	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, টাঙ্গাইল।
	২৩	সিভিল সার্জন অফিস ভবন নির্মাণ, রংপুর।
	২৪	সিভিল সার্জন অফিস ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, মেহেরপুর।
	২৫	সিভিল সার্জন অফিস ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, সাতক্ষীরা।
	২৬	মুগদা ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে সার্ভিস ব্লকের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।
	২৭	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।
	২৮	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।
	২৯	ইন্টার্নী ডক্টর হোস্টেলের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।
	৩০	দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩১	কিশোরগঞ্জ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ।
	৩২	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ নতুন ১২ তলা ভবন নির্মাণ (সংশোধিত) প্রকল্প।
ধর্ম মন্ত্রণালয়	৩৩	সিরতা, ময়মনসিংহ ইসলামি কমিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।

৫. ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অন্যান্য কার্যক্রম

ক) "মহাবিজয়ের মহানায়ক" প্রতিপাদ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বিগত ১৬ইএবং ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ দুই দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানসহ সারাদেশে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির তথ্যাদি নিম্নরূপ :

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বিগত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চটি দক্ষিণ প্লাজার সামনে নির্মাণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও দেশের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রপতিসহ বিপুলসংখ্যক বৈদেশিক কূটনৈতিক, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

"মহাবিজয়ের মহানায়ক" অনুষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিগত ১৬ই এবং ১৭ই ডিসেম্বর ২০২১ দুই দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ৪০০০ আসনের প্যাণ্ডেল, ৪০০০০ বর্গফুট আয়তনের সাংস্কৃতিক মঞ্চ, ভিভিআইপি ও ভিআইপি বসার ব্যবস্থা, বিদেশি অতিথিদের লাউঞ্জ, মিডিয়া সেন্টার, শিল্পীদের অনুশীলন জোনের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী ও দেশের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ১৬ ডিসেম্বর বিশেষ অতিথি হিসেবে ভারতের রাষ্ট্রপতিসহ বিপুলসংখ্যক বৈদেশিক কূটনৈতিক, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

"মহাবিজয়ের মহানায়ক" শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ

খ) ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে টুঙ্গিপাড়ায় জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির শ্রদ্ধা নিবেদন

১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে টুঙ্গিপাড়ায় জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির শ্রদ্ধা নিবেদন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে "হৃদয়ে পিতৃভূমি" শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

টুঙ্গিপাড়ায় "হৃদয়ে পিতৃভূমি" শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন

টুঙ্গিপাড়ায় "হৃদয়ে পিতৃভূমি" শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন

গ) এডিস মশাবাহিত রোগের বিস্তার রোধকল্পে 'ডেঙ্গু প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা মনিটরিং' সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

ঘ) প্রাক্কলন প্রণয়ন ও অনুমোদন ব্যবস্থাপনা সহজীকরণে 'ডিজিটালাইজেশন অব এস্টিমেট' সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঙ) নতুন অন্যান্য ই-সেবাসমূহ-

- কন্ট্রাক্টর ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- ড্রয়িং এণ্ড ডকুমেন্ট আর্কাইভিং সিস্টেম
- হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম

৬. ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

১. ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সুউচ্চ ভবন নির্মাণে অগ্রাধিকার দেওয়া;

২. স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য নির্মাণ সামগ্রীর সর্বোত্তম ব্যবহারপূর্বক দেশীয় প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল দ্বারা নির্মাণ শিল্পকে যুগোপযোগী ও টেকসই উন্নয়নের ধারায় পরিচালিত করা;

৩. পুরনো সরকারি ভবনগুলোকে প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী ভূমিকম্প সহনীয় ব্যবস্থা বা রেট্রোফিটিং-এর আওতায় আনা এবং এ বিষয়ে আরো বেশি সংখ্যক প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া;

৪. জীবাশ্ম জ্বালানির ন্যূনতম ব্যবহার ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিসহ সকল সরকারি ভবন পরিবেশ-বান্ধব, জ্বালানি সাশ্রয়ী (Energy Efficient) ও সবুজ প্রযুক্তি সম্পন্ন (Green Technology) করে গড়ে তোলা।

৭. বিগত ১ বছরের অন্যান্য সাফল্য

১. সমগ্র বাংলাদেশে ১০৩টি গণপূর্ত বিভাগে প্রায় তেরো হাজার প্যাকেজে ইজিপিতে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা।

২. নতুন দর তফসিল (schedule of rates)-২০২২ (অর্থবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত) প্রণয়ন।

৩. টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ২০২১–২০২২ অর্থবছরে প্রায় ১৮০০০ বৃক্ষরোপণ, ২১৮টি ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন এবং ১০টি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

৪. Building Inventory and Management History (BIMH) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে গণপূর্ত অধিদপ্তরের বুকভুক্ত সকল ভবনের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ।

৮. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি
১	নগরাঞ্চলে ভবন সুরক্ষা প্রকল্প।	৫৭১৭২.০০	২৬%
২	নারায়ণগঞ্জ আলীগঞ্জে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৮টি ১৫ তলা ভবনে ৬৭২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।	৪০২৪৩.০৮	৬৬%
৩	ঢাকা শহরে গুলশান, ধানমণ্ডি ও মোহাম্মদপুরে ২০টি পরিত্যাক্ত বাড়িতে ৩৯৮টি সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২০টি ভবন-৮ হতে ১৩ তলা বিশিষ্ট) (সংশোধিত ৩১১টি ফ্ল্যাট)	৩৫৮৫৩.০৪	৭৫%
৪	চট্টগ্রাম শহরে পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ডরমিটরি ভবন নির্মাণ। (বিভিন্ন তলা বিশিষ্ট ১৫টি ভবন)	৪৭৬৬১.০০	৪১%

৫	কক্সবাজার জেলাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের খালি জমিতে দুটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিশিষ্ট উদ্যান ও একটি খেলার মাঠ উন্নয়ন।	১৬০৫.০০	৭৬%
৬	গোপালগঞ্জে বহুতল বিশিষ্ট সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ (১টি ১০ তলা অফিস ভবন)।	৯৭৯৪.১৩	৬১%
৭	ঢাকাস্থ জিগাতলায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের (গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তর) জন্য ২৮৮টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (৬টি ১৩ তলা ভবন)।	৩০৩৮৪.০০	৯০%
৮	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্যাফেটোরিয়া ও বিভিন্ন হলের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কাজ।	৩৪০৭.০০	৪৮%
৯	চট্টগ্রাম আগ্রাবাদস্থ সিজিএস কলোনীতে জরাজীর্ণ ১১টি ভবনের স্থলে ৯টি বহুতল আবাসিক ভবনে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৬৮৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ। (৯টি ২০ তলা ভবন)।	৪৮২৯৩.৯৭	৮০%
১০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং গণভবনের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক/ যান্ত্রিক সিস্টেমের আধুনিকায়ন।	২৪৯৬.১০	৯০%
১১	বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২০-তলা বিশিষ্ট নতুন অফিস ভবন নির্মাণ।	৪২০৯৮.৩৪	১৬%
১২	ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনীর অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ [জোন-এ] (১৫টি ২০ তলা ভবন।	১৯২১৮০.৫৭	২৫%
১৩	চট্টগ্রামের ৩৬টি পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (বিভিন্ন তলা বিশিষ্ট)।	১১৩১৮৫.৯৪	৮%
১৪	ঢাকাস্থ সোবহানবাগ মসজিদের আধুনিকায়ন এবং উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।	৪৯৭৬.৭৯	১৬%
১৫	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, সংসদ সদস্য ভবন ও এমপি হোস্টেলসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনার নির্মাণ ও আধুনিকায়ন।	২৩৩৯২.০৭	৮৬%
১৬	মানিকগঞ্জে বহুতল বিশিষ্ট সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ। (১টি ১০ তলা অফিস ভবন)	৯৫৬৪.৬২	৭৭%
১৭	অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা এর ক্যাম্পাসে বহুতল ভবন নির্মাণ।	২২৮০৬.৭৯	২৫%
১৮	ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (২৫টি ১৩ তলা ভবন)।	১০৮৮৪৫.৬০	২৩%
১৯	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) ফায়ারিং রেঞ্জের আধুনিকায়ন।	৫১৫৩.৫৭	১৬%
২০	ঢাকাস্থ সেগুনবাগিচায় অবস্থিত স্থাপত্য ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (বিদ্যমান ৭ তলা ভবনকে ১০ তলায় উন্নীতকরণ) এবং বিদ্যমান ভবনের আধুনিকায়নের কাজ।	৪২৬৯.৭৩	৪০%
২১	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজাকে অফিসে রূপান্তরসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	৪৯০৯.৬৮	৩৫%
	মোট =	**৮০৮২৯৩.০২**	**৩৬.১৩%**

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় গণপূর্ত অধিক স্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পের তালিকা:

১. ঢাকাস্থ বেইলী ড্যাম্প অফিসার্স কোয়ার্টার ক্যাম্পাসে ৪৮০টি সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।
২. সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ঢাকার ইস্কাটন অফিসার্স কোয়ার্টার-এর স্থানে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ।
৩. ঢাকাস্থ কলাবাগানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ।
৪. সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্প, সোবহানবাগ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৫. ঢাকাস্থ শের-ই-বাংলা নগরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প।
৬. ঢাকাস্থ তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১২৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণ।
৭. ঢাকার বেইলী রোডস্থ অফিসার্স কোয়ার্টার কাহকাশান, গুলফিশান এবং আশিয়ান ক্যাম্পাসে ২২৮টি সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।

৮. চট্টগ্রামের মনসুরাবাদে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ।
৯. আইইবি কনভেনশন সেন্টার, ঢাকা নির্মাণ।

৯. প্রশাসনিক কার্যক্রম

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
গণপূর্ত অধিদপ্তর	৭৮৯৭	৬৫১১	১৩৮৬	১৬০০

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (২০২১–২০২২)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৪৫	১,৪৯৬

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (২০২১–২০২২)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১২	৬০০

১০. ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত উন্নয়ন প্রকল্প

নোয়াখালীতে বহুতল আবাসিক ভবন (৩২৪টি ফ্ল্যাট)

ঢাকার মিরপুরে বহুতল আবাসিক ভবন (২৮৮টি ফ্ল্যাট)

ঢাকার আজিমপুরে বিচারকদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবন (৯০টি ফ্ল্যাট)

ঢাকার তেজগাঁও এ বহুতল আবাসিক ভবন (২৮৮টি ফ্ল্যাট)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবন, শের-ই-বাংলা নগর

রমনা পার্কের আধুনিকায়ন

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কারিগরি কর্মশালা

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

গৃহ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। গৃহ মানুষকে আশ্রয়, নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করে একান্তে বসবাসের সুযোগ দেয় এবং স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করা ছাড়াও কর্ম ও উপার্জনের ভিত্তি রচনা করে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত উন্নয়নে ও সংস্কৃতিগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত গৃহায়নের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। সকলের জন্য পরিকল্পিত আবাসনের ব্যবস্থা করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিরাজমান গৃহায়ন-সংকট এবং এর ব্যাপকতা সম্পর্কে সচেতন। গৃহায়ন-সংকট নিরসনকল্পে অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকার যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য গৃহায়ন ব্যবস্থা (None Should be Homeless) সহজলভ্য করতে সচেষ্ট।

রূপকল্প

সকলের জন্য পরিকল্পিত, নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও টেকসই আবাসন।

অভিলক্ষ্য

"রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবে রূপায়ণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক "আমার গ্রাম প্রকৃতই হবে আমার শহর" এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধাসহ শহর থেকে উপজেলা পর্যন্ত জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমিতে ও জমি অধিগ্রহণ করে পরিকল্পিত আবাসিক প্লট এবং ফ্ল্যাট তৈরি করা। স্বল্প ও মধ্যম আয়ের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্যে কিস্তি সুবিধায় এ সকল প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা।

২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জন

- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ৪৪৮টি প্লট এবং ২৯৮টি ফ্ল্যাট স্বল্প ও মধ্যম আয়ের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করেছে।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন ফ্ল্যাট প্রকল্পে ৮০০টি ফ্ল্যাট (১২.০০ লক্ষ বর্গফুট) নির্মিত হয়েছে।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ গ্রহীতাদের ২৬৭টি প্লট এবং ৬৬৫টি ফ্ল্যাটের দখল বুঝিয়ে দিয়ে হস্তান্তর করেছে।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ঢাকাস্থ মিরপুরে পুনর্বাসনকৃত ২৬০০ বাস্তুহারা পরিবারের মাঝে দলিল হস্তান্তর করেছে।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত ঢাকাস্থ মিরপুর ১৫নং সেকশনে জয়নগর প্রকল্পের বরাদ্দ গ্রহীতাদের কিস্তির টাকা অনলাইনে পরিশোধের জন্য একটি কম্পিউটারাইসড সফটওয়্যারের এর মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২য় স্থান এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ৩য় স্থান অর্জন করেছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা : (২০২২-২৩ অর্থবছর)

- ১৫০টি প্লট এবং ৩৬৬টি ফ্ল্যাট বরাদ্দকরণ।
- বরাদ্দ গ্রহীতাদের ৯০টি প্লট এবং ৩৩৮টি ফ্ল্যাটের দখল হস্তান্তর।
- টেকসই ও সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিতকল্পে ৪টি নতুন আবাসন প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা।
- সরকারি জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩.০০ একর জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা।
- ঢাকার মিরপুরে বস্তিবাসীদের জন্য নির্মিত ৫৩৩টি ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট প্রকল্পের সকল ফ্ল্যাট বস্তিবাসীদের হস্তান্তর করা।

বিগত ১ বছরের সাফল্য

- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ১৮১টি প্লট এবং ৪৮৭টি ফ্ল্যাট স্বল্প ও মধ্যম আয়ের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করে।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন ফ্ল্যাট প্রকল্পে ৬৬৫টি ফ্ল্যাট (১০.০০ লক্ষ বর্গফুট) নির্মিত হয়েছে।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ গ্রহীতাদের ২৪৬টি প্লট এবং ৪৮৯টি ফ্ল্যাটের দখল বুঝিয়ে দিয়ে হস্তান্তর করেছে।
- টেকসই ও সাশ্রয়ী আবাসন নিশ্চিতকল্পে ৩টি নতুন আবাসন প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ঢাকাস্থ মিরপুরে নির্মিত ৫৩৩টি ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট প্রকল্পের ৩০০টি ফ্ল্যাট বস্তিবাসীদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে।
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে সেবাগ্রহীতাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের বৈধতা যাচাই এর লক্ষ্যে কম্পিউটারাইসড একটি সফটওয়্যারের চালু করা হয়।
- সরকারি জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বিগত ১ বছরে ৫.৩৩ একর জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করেছে।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে

১. ঢাকার লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেটের নিউ কলোনীস্থ খেলার মাঠের অবকাঠামো উন্নয়ন ও পূনর্বাসন প্রকল্প।
২. ময়মনসিংহ জেলা সদরে ছত্রপুর মৌজায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক কাম-বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

৩. ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলার স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
৪. ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় সাইট এণ্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
৫. কুষ্টিয়া জেলায় সাইট এণ্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম পর্যায়)।
৬. ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলায় সাইট এণ্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (১ম, ২য় ও ৩য় পর্ব)।
৭. মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় দাদাভাই উপ-শহর সাইট এণ্ড সার্ভিসেস বাণিজ্যিক প্লট উন্নয়ন কাম আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্ব)।
৮. মোহাম্মদপুরে বসবাসরত অবাঙালিদের ঢাকার কেরানীগঞ্জে পুনর্বাসন প্রকল্প।
৯. টংগীর দত্তপাড়ায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
১০. কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার ইনানী মৌজায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এণ্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প। (গৃহায়ন ইনানী আবাসন প্রকল্প-১ ও ২)
১১. কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় মেরিন ড্রাইভ রোডে সাবরাং মৌজায় (গৃহায়ন টেকনাফ আবাসন প্রকল্প-০১) সাইট এণ্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
১২. চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চন্দ্রঘোনাতে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য সাইট এণ্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
১৩. কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলাতে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য সাইট এণ্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
১৪. ঢাকার মিরপুরস্থ ৯নং সেকশনে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য (স্বপ্ননগর-৩) আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

১. ঢাকার মিরপুরস্থ ২নং সেকশনে 'আই' ব্লকে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
২. ঢাকাস্থ লালমাটিয়া ও মোহাম্মদপুরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৫০০ ফ্ল্যাট বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
৩. ঢাকাস্থ লালমাটিয়ায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
৪. ঢাকাস্থ লালমাটিয়া নিউ কলোনিতে ৭টি জরাজীর্ণ ভবনের ১৩০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
৫. ঢাকাস্থ লালমাটিয়া নিউ কলোনিতে কমিউনিটি সেন্টার কাম-অফিস স্পেস নির্মাণ প্রকল্প।
৬. ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেটে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১৩২টি (সংশোধিত ১৫৩টি) ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
৭. ঢাকাস্থ মিরপুরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৬০০ ফ্ল্যাটবিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
৮. চট্টগ্রাম বন্দরনগরীর হালিশহর হাউজিং এস্টেটে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য ১০৮ আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)।
৯. নোয়াখালী জেলার মাইজদীতে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
১০. চট্টগ্রাম বন্দরনগরীর হালিশহর হাউজিং এস্টেটে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য ২১৬টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
১১. নোয়াখালী জেলার মাইজদীতে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
১২. চট্টগ্রাম বন্দরনগরীর হালিশহর হাউজিং এস্টেটে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য ২১৬ ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
১৩. নোয়াখালী জেলার মাইজদীতে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
১৪. চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় চট্টগ্রাম-কাপ্তাই মহাসড়কের পার্শ্বে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
১৫. কক্সবাজার জেলায় ৪৬৯টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
১৬. মৌলভীবাজার জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
১৭. সিলেট শহরে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
১৮. মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)
১৯. মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
২০. গোপালগঞ্জ জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)।
২১. মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
২২. মাগুরা জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
২৩. শরিয়তপুর জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
২৪. মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
২৫. মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় 'দাদা ভাই' উপশহর সাইট এণ্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)
২৬. খুলনা বয়রা হাউজিং এস্টেটে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
২৭. নড়াইল জেলার সদর উপজেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
২৮. যশোর জেলায় সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
২৯. মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপশহর উন্নয়ন সমীক্ষা প্রকল্প।
৩০. খুলনা জেলার ফুলতলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
৩১. মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় 'দাদাভাই' উপশহর সাইট এণ্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল (২য় পর্যায়)
৩২. নাটোর জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
৩৩. কুষ্টিয়া জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্ব)।
৩৪. পাবনা জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
৩৫. রাজশাহী জেলার ছোট বনগ্রামে স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
৩৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
৩৭. রাজশাহী জেলার তেরখাদিয়ায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন প্রকল্প।
৩৮. দিনাজপুর হাউজিং এস্টেটে ১০-তলাবিশিষ্ট আবাসিক কাম-বাণিজ্যিক ভবন (১২৯৮ বর্গফুট আয়তনের ৭২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।
৩৯. বগুড়া জেলায় সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প।

স্থাপত্য
অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থাপত্য অধিদপ্তর একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন ও স্থাপত্য বিষয়ক যাবতীয় পরিষেবা প্রদান করে থাকে। শুধুমাত্র স্থাপত্য নক্শা, জরিপ, Master Plan, Layout Plan ইত্যাদি প্রণয়নই নয়, বরং সরকারি দপ্তর ও আবাসনসমূহের জন্য "Space Standards" নির্ধারণ থেকে শুরু করে মানব বসতি ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে তাদের নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ভূমির চাহিদা নিরূপণে স্থাপত্য অধিদপ্তর সহায়তা করে থাকে।

এই অধিদপ্তর বর্তমানে প্রধান স্থপতিসহ একজন অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি, ছয়জন উপ-প্রধান স্থপতি, সহকারি প্রধান স্থপতি ১৬জন, সহকারী স্থপতি ৪৮ জন এবং অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী মিলে মোট ২৭৭ জনের জনবল নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। সঠিক বৃহৎ ও বাস্তবমুখী প্রকল্প সম্পাদনের স্থাপত্য অধিদপ্তর সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২ (পরবর্তীতে সংশোধনসহ) অনুযায়ী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত সকল ইমারত প্রকল্পের এক্স অফিসিও "অথরাইজড অফিসার"। বাংলাদেশে ইমারত নির্মাণে প্রযোজ্য সকল আইন, বিধি, বোর্ড, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথ অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের স্থাপত্য ডিজাইন প্রণয়ন করে এই অধিদপ্তর।

১. রূপকল্প

নিরাপদ, সাশ্রয়ী, কার্যোপযোগী সরকারি দপ্তর এবং পরিবেশবান্ধব আবাসনের সংস্থানের লক্ষ্যে নান্দনিক স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ।

২. অভিলক্ষ্য

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, কার্যোপযোগী সরকারি দপ্তর এবং বাসভবন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণে ভৌত অবকাঠামোগত নকশা, স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

স্থাপত্য অধিদপ্তর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করে থাকে বলে অত্র দপ্তর উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সংযুক্ত নয়।

৪. অর্থবছরের অর্জন

২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জন দেয়া হয়েছে হালনাগাদ তথ্য নেই।

ক) আজিমপুর ও মতিঝিল সরকারি কলোনীতে ২০ (বিশ) তলা বিশিষ্ট আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন।

আজিমপুর ও মতিঝিল সরকারি কলোনীতে বিশ তলা বিশিষ্ট আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা

সমন্বিত অফিস ভবন (সমগ্র বাংলাদেশ)।

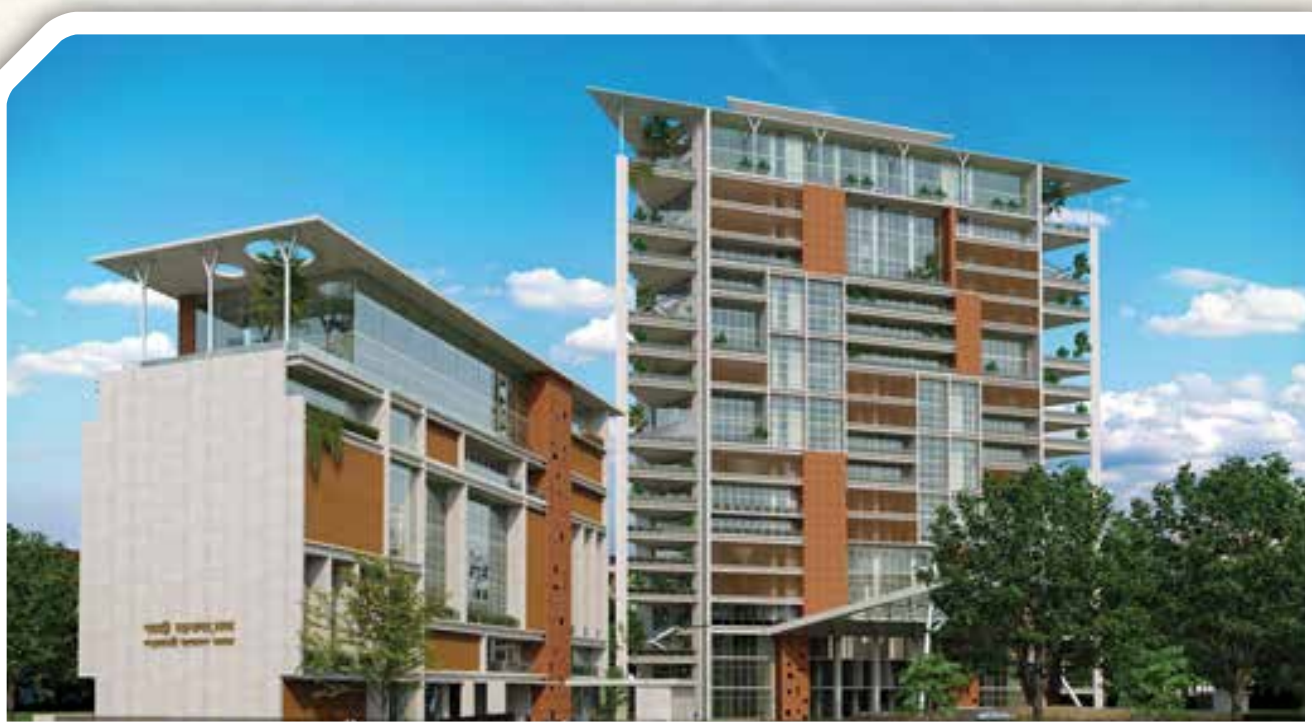

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নতুন ভবন, ঢাকা।

জাতীয় রাজস্ব ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রস্তাবিত ন্যাশনাল জীনব্যাংক প্রকল্প, ঢাকা।

প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল।

জাতীয় গোয়েন্দা নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ধামরাই।

প্রধান কার্যালায়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

শেখ রাসেল পুর্নবাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সমগ্র বাংলাদেশ)।

উপজেলা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, (সমগ্র বাংলাদেশ)।

প্রস্তাবিত অফিসার্স ক্লাব ও বিনোদন কেন্দ্র, (সমগ্র বাংলাদেশ)।

এনজিও ফাউণ্ডেশনের প্রধান কার্যালয়
শেরে বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

চট্রগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)
সদরদপ্তর, চট্রগ্রাম।

৫. বিগত ১ বছরের সাফল্য

ক) আজিমপুর ও মতিঝিল সরকারি কলোনীতে ২০ (বিশ) তলাবিশিষ্ট আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন। প্রস্তাবিত অফিসার্স ক্লাব ও বিনোদন কেন্দ্র, সমগ্র বাংলাদেশ–

(খ) স্থাপত্য অধিদপ্তর-এর ১০৯টি শূন্যপদ নিয়োগ ও পদোন্নতি মাধ্যমে পূরণ করা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. উন্নয়ন প্রকল্প/চলমান প্রকল্প/প্রস্তাবিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য

দপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের শুধুমাত্র স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করে থাকে। উক্ত প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করে তাকে সেহেতু প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ঠ প্রকল্পের দায়িত্বরত দপ্তর দিয়ে থাকেন।

৭. প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য

স্থাপত্য অধিদপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভবনাদি/স্থাপনাসমূহের ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা ও স্থাপত্য নক্শা প্রণয়ে-নর সাথে সম্পৃক্ত। অত্র অধিদপ্তর প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় উক্ত বিষয়ে কোনো তথ্য প্রেরণ করা সম্ভবপর নয়।

৮. প্রশাসনিক কার্যক্রম

(ক) নিয়োগ : ৪২টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থাপত্য অধিদপ্তর নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে

(খ) প্রশিক্ষণ : অত্র দপ্তরের কর্তৃক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মোট ৬০ জনঘটা করে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৯৬৫ সালের ৫ই জুলাই এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগর, বন্দর ও শিল্প এলাকাসমূহের ল্যান্ড ইউজ/মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে শহর এলাকার ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে, যা অত্র এলাকাসমূহের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রাখছে।

১. রূপকল্প (Vision)

পরিকল্পিত বাংলাদেশ।

২. অভিলক্ষ (Mission)

দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনাপূর্বক সমন্বিত নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদিত পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		২০২১-২২ অর্থবছরের মূল বরাদ্দ	
			মোট (বৈ. মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	প্রকল্পের নাম : "প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কুষ্টিয়া সদর উপজেলা" মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২	অনুমোদিত	২১৪.৪৫ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০
২	৩৯৮৫.১৩ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	৮৯৬.০০	৮৯৬.০০
৩	"নয়টি উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক সমীক্ষা (জুলাই ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩)	অনুমোদিত				

৪. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে অর্জন

১. চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন : সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণ : শীর্ষক প্রকল্প : ৩০/০৬/২০২০ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে গেজেট প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মীরসরাই উপজেলায় অনুষ্ঠিত সেমিনার

মীরসরাই প্রকল্পে প্রণীত পরিকল্পনার গেজেট প্রকাশ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার

মীরসরাই প্রকল্পে প্রণীত পরিকল্পনার গেজেট প্রকাশ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার

সার্ভে চেকিং

৫. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অন্যান্য কার্যক্রম

ক) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক অর্জিত বিভিন্ন সাফল্য–

১. পরিকল্পনা সম্পর্কিত সাফল্যের তথ্যাদি

I. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পৌরসভা এবং এর আশপাশের গ্রামীণ অঞ্চল, বিভাগীয় শহর, জেলা শহর ও উপজেলার জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। ২০২০ সাল নাগাদ সংস্থাটি ২৮টি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। ২৮টি মাস্টার প্ল্যানের মধ্যে বিভাগীয় শহর, ৪টি জেলা শহর ও ২৫টি উপজেলার মধ্যে ১৯টি পৌরসভায় আছে মোট ২,৫৮,০১৪ জনকে পরিকল্পিত অঞ্চলের আওতায় আনা হয়েছে।

II. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন অনুসারে মন্ত্রণালয় পুরো দেশের জন্য পরিকল্পিত নগরায়ন এবং সকল জনসাধারণ বিশেষত: নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগণের জন্য নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন সরবরাহের লক্ষ্যে কাজ করছে। পরিকল্পিত নগরায়ন অর্জনের জন্য, RAJUK, CDA, KDA, RDA এবং Cox'sDAসহ পাঁচটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত এলাকার অধীনে প্রায় ৬৩৬০.৫৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এলাকার জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করেছে, যা মোট বাংলাদেশের ৪.৩৩ শতাংশ। অন্যদিকে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ৯৮৮১.৪৫ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এলাকার জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করেছে যা মোট বাংলাদের ৬.৭০ শতাংশ। সুতরাং, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ১৬২৪২ বর্গকিলোমিটার এলাকা পরিকল্পনা করা হয়েছে যা মোট বাংলাদেশের ১১.১৮ শতাংশ।

খসড়া স্ট্রাকচার প্ল্যান বিষয়ে উপজেলা পরিষদে
অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার স্থির চিত্র

কুষ্টিয়া-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য
জনাব মো. মাহবুব উল আলম হানিফ, এম পি-এর সহিত
অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার স্থির চিত্র

III. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়নকৃত পরিকল্পনার তথ্যাদি :

ক্রমিক	জেলা	প্রশাসনিক একক	পরিকল্পনা প্রণয়নকৃত এলাকা
১	বরিশাল	বরিশাল বিভাগীয় শহর	বরিশাল মেট্রোপলিটান শহর এবং এর পাশ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকা
২	সিলেট	সিলেট বিভাগীয় শহর	সিলেট মেট্রোপলিটান শহর এবং এর পাশ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকা
৩	কক্সবাজার	মহেশখালী	মহেশখালী পৌরসভাসহ আশপাশের অঞ্চল
		কক্সবাজার	কক্সবাজার পৌরসভাসহ পাশ্ববর্তী অঞ্চলগুলে
		রামু	রামু উপজেলা সদরসহ পাশ্ববর্তী অঞ্চল
		উখিয়া	উখিয়া উপজেলা সদরসহ পাশ্ববর্তী অঞ্চল
		সমুদ্র সৈকত অঞ্চল	সমুদ্র সৈকত অঞ্চল
		টেকনাফ	টেকনাফ পৌরসভাসহ পাশ্ববর্তী অঞ্চল
		সেন্ট মার্টিন	সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ
৪	মাদারীপুর	মাদারীপুর	মাদারীপুর পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
		রাজৈর	রাজৈর পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
		শিবচর	শিবচর পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
৫	যশোর	যশোর	যশোর পৌরসভাসহ আশপাশের অঞ্চল
		শার্শা	শার্শা উপজেলার পাশ্ববর্তী অঞ্চল সহ বেনাপোল পৌরসভা
		ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা পৌরসভাসহ পাশ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল
৬	ঢাকা	নওয়াবগঞ্জ	নওয়াবগঞ্জ সম্পূর্ণ উপজেলা
		দোহার	দোহার পৌরোসভাসহ সম্পূর্ণ উপজেলা
৭	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	রাঙ্গুনিয়া পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
		মিরসরাই	মিরসরাই ও বারোইয়ারহাট পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
৮	রাজশাহী	বাঘমারা	ভবানীগঞ্জ ও তাহিরপুর পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
৯	ফরিদপুর	ফরিদপুর	ফরিদপুর পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
১০	ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ	ঈশরগঞ্জ পৌরসভাসহ গোটা উপজেলা
		ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ পৌরসভাসহ আশপাশের অঞ্চল
১১	নরসিংদী	শিবপুর	শিবপুর পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
		রায়পুরা	রায়পুরা পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
১২	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	সারিয়াকান্দি পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
		সোনাতলা	সোনাতলা পৌরসভাসহ পুরো উপজেলা
১৩	গাইবান্ধা	সাঘাটা	সাঘাটা উপজেলা সদরসহ পুরো উপজেলা
১৪	মেহেরপুর	গাংনী	গাংনী পৌরসভারসহ গোটা উপজেলা

চলমান প্রকল্পসমূহ

(ক) প্রতিবেদনাধীন বছরে ২০২১-২২ অর্থ বছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ / উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

"পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন"শীর্ষক প্রকল্পটি একটি" সমীক্ষা প্রকল্প গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ" শীর্ষক প্রকল্পটি একটি "সমীক্ষা প্রকল্প"। এটি মূলত: পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা, রাঙ্গাবালি ও কলাপাড়া উপজেলা এবং বরগুনা জেলারআমতলী, তালতলী, পাথরঘাটা ও বরগুনা সদর উপজেলার জন্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা, কাঠামোগত পরিকল্পনা, গ্রামীণ এলাকা পরিকল্পনা, শহর এলাকার পরিকল্পনা, এলাকা ভিত্তিক বিশদ পরিকল্পনা, সেক্টরভিত্তিক অ্যাকশন প্ল্যান সমন্বিত একটি ঝুঁকি সংবেদনশীল ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রকল্পের ৪টি স্ট্রাকচার প্ল্যান ও একটি একশন এরিয়া প্ল্যান সম্পন্ন হয়েছে। মে, ২২ তারিখে অধিদপ্তরের প্রকল্প মনিটরিং কমিটি আমতলী উপজেলা ও গলাচিপা উপজেলায় পরিদর্শন করেন। গত ১৩.১০.২১ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও ২১-০৯-২০২১, ২০-১২-২০২১, ১৭-০৪-২০২২ তারিখে পিআইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খ) ২০২১–২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ছবি:

"পায়রাবন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি একটি "সমীক্ষা প্রকল্প

গলাচিপা উপজেলার সার্ভে চেকিং

গলাচিপা উপজেলার কৃষি জরিপ

উপজেলার সার্ভে চেকিং

গলাচিপা উপজেলার সার্ভে চেকিং

উপজেলার সার্ভে চেকিং

গলাচিপা উপজেলার সার্ভে চেকিং

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	বার্ষিক ভৌত লক্ষ্য মাত্রা	অর্থঅব মুক্তি	অগ্রগতি			সিদ্ধান্ত/মন্তব্য	
			আর্থিক	ভৌত				২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুন/ ২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুন/২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুন/ ২০২২ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রম পুঞ্জীভূত ভৌত অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১.	“পায়রাবন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন” (জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২৩) ও অনুমোদিত	৩৩২১.৩২	১৪৮৯.৮৪	৭৫%	৩৯৮.০০	১০%	৩৯৮.০০	৩৭১.০৪	৯৩.২২%	৯৫%	৮৫%	১. *
	মোট	৩৩২১.৩২	১৪৮৯.৮৪	৭৫%	৩৯৮.০০	১০%	৩৯৮.০০	৩৭১.০৪	৯৩.২২%	৯৫%	৮৫%	

* প্রকল্পের পাথরঘাটা, বরগুনা, গলাচিপা ও রাঙ্গাবালী উপজেলার খসড়া স্ট্রাকচার প্ল্যান, ও সোনারচর এলাকার পর্যটনকেন্দ্রিক খসড়া এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ২. ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে ও আর্থ-সামাজিক সার্ভে প্যাকেজ-২-এর মাঠ পর্যায়ের সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

গ) আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যায়ের চিত্র

(১) পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি একটি সমীক্ষা প্রকল্পএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র :

(১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি : জিওবি-৩৭১.০৪ লক্ষ টাকা, প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি-১০%

২) "নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প" এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন "নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প" এর তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

ক) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১–২২) সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

১. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন "০৯ উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প" এর একটি প্যাকেজ মাগুরা জেলার মহম্মদপুর ও শালিখা উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট সদর উপজেলা গত ১৯/০১/২০২২ থেকে ২৩/০১/২০২২ পর্যন্ত পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৮৮ সালে প্রণয়নকৃত ল্যাণ্ড ইউজ মাস্টার প্ল্যান এর প্রস্তাবনার সাথে বিদ্যমান অবস্থার তুলনা করা হয়।

২. প্রকল্পের আওতাধীন উপজেলাসমূহে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্ল্যানের ডিজিটাল ভার্সন প্রস্তুত করা হয় এবং Geo-referencing সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও নয়টি উপজেলার মধ্যে চারটি উপজেলার গুগল ইমেজের সহায়তায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্ল্যানের ডিজিটাল ভার্সন-এর বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত ল্যাণ্ড ইউজের বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বাকি পাঁচটি উপজেলার বিশ্লেষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ৮০'র দশকে প্রস্তুতকৃত মাস্টার প্ল্যান (০৯টি উপজেলার) রিভিউ-এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৪. ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং সোসিও-ইকোনোমিক এণ্ড আদার রিলেটেড সার্ভে), সাব সারফেসজিও টেকনিক্যাল এণ্ড জিওফিজিক্যালস্টাডি, ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভে ফররোড ওয়ে এণ্ড ওয়াটার ওয়েজ, বিদ্যমান প্রাণী ও উদ্ভিদের বেইজ লাইন সার্ভে, হাইড্রো-জিওলজিক্যাল সার্ভে এণ্ড স্টাডিজ এর সার্ভে কার্যক্রমের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫. প্রকল্পের ৮৫১৮১ একর এলাকার Sub-Regional Plan প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

খ) ২০২১-২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ছবি

মাগুরা জেলার মহম্মদপুর ও শালিখা উপজেলা উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিদর্শনের চিত্র

লালমনিরহাট সদর উপজেলা পরিদর্শনকালে নগর কর্তৃক ১৯৮৮ সালে প্রণয়নকৃত ল্যাণ্ড ইউজ মাস্টার প্ল্যান-এর প্রস্তাবনার সাথে বিদ্যমান অবস্থার তুলনার চিত্র

Physical Feature Survey পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

মাননীয় সংসদ সদস্য মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, ২৬৪ চাঁদপুর-৫ আসনের মাননীয় এমপি মহোদয়ের সাথে একশনএরিয়া প্ল্যান সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনামূলক সভা

Action Area Plan-এর জন্য নির্বাচিত এলাকার নিকটবর্তী পার্ক এবং নির্মাণাধীন Walkway

বড় মসজিদ ও এর পার্শ্ববর্তী বাজার এলাকা পরিদর্শন

বড় মসজিদ ও এর পার্শ্ববর্তী বাজার এলাকা পরিদর্শন

শাহরাস্তি উপজেলার PRA কার্যক্রম

গ) এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র

(লক্ষ টাকায়)

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ (উপযোজন), অবমুক্তি ও ব্যয়			জুন ২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বরাদ্দ	অবমুক্তি	জুন'২২ পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক	ভৌত
৩৯৮৫.১৩ লক্ষ টাকা	১১.০০	৩৪৮.০০	৩৪৮.০০	৩২৫.২৫	৮.৪১%	১৫%

ঘ) প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন উইং-১ কর্তৃক স্মারক নং-২০.০৩.০০০০.৪০৩.১৪.৬৭২.২০২০/১১০, তারিখ: ২০/০১/২০২১ মারফত অনুমোদিত হয় এবং গৃহায়নও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১০.১৯/৫৪; তারিখ : ১৮/০২/২০২১ মারফত প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২০-হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

প্রকল্পটি পাঁচটি প্যাকেজের সমন্বয়ে গঠিত। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পরিদর্শনকালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বে প্রণীত মাস্টার প্ল্যানসমূহ এবং মাস্টারপ্ল্যান এর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়। শাহারাস্তি উপজেলায় ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২টি PRA সম্পন্ন করা হয়েছে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক সাব-রিজিওন্যাল প্ল্যান এবং একশন এরিয়া প্ল্যানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।"নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প" এর ৪ জন ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগসহ ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভের নিমিত্ত ৫টি প্যাকেজের জন্য ৫টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সার্ভে কার্যক্রমের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯. প্রণীত/ প্রণয়নাধীন আইন/ বিধিমালা/নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা:

১. নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০২২

২. পায়রা কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৮

১০. প্রশাসনিক কাযক্রম

১০.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	২৫৮	১৭৪	৮৪	প্রযোজ্য নয়	সাম্প্রতিক চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর জেলায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিসের জন্য ১৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
মোট	**২৫৮**	**১৭৪**	**৮৪**		

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ্য করতে হবে।

১০.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ (২য় গ্রেড)	জেলা কর্মকর্তার পদ (৪র্থ গ্রেড)	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	০১	২৯	-	৩৭	১৬	৮৪

(১০.৩) অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	১টি	০.০১৫১	০১টি	-	-	১টি	০.০১৫১ (এক লক্ষ একান্ন হাজার টাকা মাত্র)
	সর্বমোট	১টি	০.০১৫১	০১টি	-	-	১টি	০.০১৫১ (এক লক্ষ একান্ন হাজার টাকা মাত্র)

অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোনো জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা : নাই

(৪) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে(২০২১-২২) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
০৩	নাই	নাই	নাই	নাই	০৩

(৫) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
নাই	০১	নাই	০১	নাই

১০.(৬) মানবসম্পদ উন্নয়ন

৬.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১০টি	১৩ জন

৬.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১–২২) কোনো ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের নাম	তারিখ	দিন	সংখ্যা
১	"এপিএ", "জিআরএস", "সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" বিষয়ক দিনব্যাপি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০১/০৬/২০২২	১দিন	৩৮
২	"জিআরএস", "সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি", "এপিএ ২০২২-২৩"এবং "তথ্য অধিকার" বিষয়ক দিনব্যাপি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩০/৫/২২	১দিন	২০
৩	ই-গভর্ন্যন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিনব্যাপি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৪-০৪-২০২২	৪দিন	১৪
৪	এপিএ ও শূদ্ধাচার বিষয়ে দিনব্যাপি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৩/০২/২২	০১দিন	২৬
৫	পেনশন সহজীকরণ, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে দিনব্যাপি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন	২৭/১২/২১	০১দিন	২৫
৬	"বাজেট,২০২১-২২" ও "এপিএ,২০২১-২২" এবং "তথ্য অধিকার" বিষয়ে দিনব্যাপি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩০/১১/২১	০১দিন	১৭
৭	"শুদ্ধাচার" বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২১/১১/২১	০১দিন	২৫
৮	"নথি ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৫-০৯-২০২১	০১দিন	১২
৯	সিনিয়র জিওগ্রাফার শাখা	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	৭১২ ঘণ্টা	শাখার সকল কর্মচারী
১০	"ট্রেনিং, ডকুমেন্টেশন ও প্ল্যানিং এবং উপ পরিচালক, গবেষণা ও সমন্বয় ও ভৌত পরিকেল্পনা শাখা	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	৯২১ ঘণ্টা	শাখার সকল কর্মচারী
১১	টাউন প্ল্যানিং	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	২৬০ ঘণ্টা	শাখার সকল কর্মচারী
১২	থানা সেন্টার প্ল্যানিং -১	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	৬৬০ ঘণ্টা	শাখার সকল কর্মচারী
১৩	থানা সেন্টার প্ল্যানিং -২	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	৬৫২ ঘণ্টা	শাখার সকল কর্মচারী
১৪	আরবান প্ল্যানিং	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	৩৫৪ ঘণ্টা	শাখার সকল কর্মচারী
১৫	রিজিওন্যাল প্ল্যানিং	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	৫৫৮ ঘণ্টা	শাখার সকল কর্মচারী
১৬	সার্ভে এণ্ড স্টোর শাখা	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	২৩৪ ঘণ্টা	শাখার সকল কর্মচারী
১৭	প্রশাসন শাখা	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	১৯১ ঘণ্টা	শাখার সকল কর্মচারী
১৮	হিসাব শাখা	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	২৭২ ঘণ্টা	শাখার সকল কর্মচারী
১৯	রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	৫৩৫ ঘণ্টা	কার্যালয়ের সকল কর্মচারী
২০	খুলনা আঞ্চলিক অফিস	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	৭২০ ঘণ্টা	কার্যালয়ের সকল কর্মচারী
২১	সিলেট আঞ্চলিক অফিস	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	২৪৩ ঘণ্টা	কার্যালয়ের সকল কর্মচারী
২২	বরিশাল আঞ্চলিক অফিস	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	২৬৪ ঘণ্টা	কার্যালয়ের সকল কর্মচারী
২৩	কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস	বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত	৩৯৭ ঘণ্টা	কার্যালয়ের সকল কর্মচারী

(৭) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সহ মোট সেমিনারের সংখ্যা = ৭টি	ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়= ০৩টি = ১৫০ জন রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস = ০১টি = ৫০জন বরিশাল আঞ্চলিক অফিস- ০১টি = ৪৫ জন খুলনা আঞ্চলিক অফিস -০১টি = ৫০জন কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস = ০১টি = ১০০ জন

(৮) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৭৫	আছে	আছে	নাই	২৯	১০০

(৯) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ
(অর্থ বিভাগের জন্য) *(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)*

	২০২১-২২		২০২০-২১		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ					
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	.০১	.০২০১০১৭	০.০১	০.০০১৫৬	(+)০.০১৮৫৪১৭
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)						
লভ্যাংশ হিসাবে						

হাউজিং
এন্ড
বিল্ডিং
রিসার্চ
ইন্সটিটিউট
(HBRI)

বাসস্থান মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। একটি আদর্শ বাসস্থান মানুষকে তাঁর কর্মোদ্দীপনা, স্বাচ্ছন্দ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করে থাকে। এ লক্ষ্যে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট গবেষণা, প্রচার, প্রসার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সকলের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা। সরকারের এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই, সকলের জন্য নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব এবং দুর্যোগ সহনীয় আবাসনের লক্ষ্যে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট বিভিন্ন রকমের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০৩০ সালের মধ্যেই যে SDG (এসডিজি) আমাদের অর্জন করতে হবে, সেই SDG (এসডিজি) ১১ নং goal এ বলা আছে- "Make cities and human settlement inclusive, safe, resilient and sustainable." এসডিজির এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা শহরে বিদ্যমান কাঠামোগুলো ভূমিকম্প সহনীয় কিনা তা মূল্যায়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং দেশি-বিদেশি একাধিক স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় এইচবিআরআই এর সাথে সম্পৃক্ত আছে। ঢাকা শহরকে নিরাপদ শহর হিসেবে আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার পেছনে এই গবেষণা কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও আবাসন খাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে মৃত্তিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভবনের মান নিয়ন্ত্রণ ও মান নিরীক্ষণ এর কাজটি নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছে এইচবিআরআই।

এইচবিআরআই দেশব্যাপী নিরাপদ ও টেকসই আবাসন এবং ভবন নির্মাণে মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জাতীয় বিল্ডিং কোড প্রণয়ন ও হালনাগাদ করেছে। আবাসন ও ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর এইচবিআরআই নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ৫ লক্ষ দক্ষ নির্মাণশ্রমিক তৈরির কার্যক্রম ইতোমধ্যে হাতে নেয়া হয়েছে। পোড়ামাটির ইটের বিকল্প হিসেবে এইচবিআরআই উদ্ভাবিত অন্যতম ফেরো-সিমেন্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে নানা ধরণের পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব, টেকসই, দুর্যোগসহনীয় আবাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট।

ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নসহ বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কাজের যে গতি সঞ্চার হয়েছে এ ধারা অব্যাহত থাকলে সরকার ঘোষিত লক্ষ্য 'সকলের জন্য আবাসন' অর্জনে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

১. রূপকল্প :

গবেষণালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে দুর্যোগ সহনীয় ও পরিবেশবান্ধব সাশ্রয়ী অবকাঠামো নির্মাণে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার।

২. অভিলক্ষ্য :

ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে দেশীয় নির্মাণ সামগ্রীর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে দুর্যোগ সহনীয়, পরিবেশবান্ধব সাশ্রয়ী ও টেকসই ভবন নির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :

১. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর সাথে যৌথভাবে 'Preparation and Incorporation of Alternative Pavement section (interlocking Concrete Block Pavement) into Road design Manual' শীর্ষক কার্যক্রম।

২. এইচবিআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত ভূমিকম্প ও দুর্যোগ সহনীয় কর্মসূচিসমূহ;

৩. উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ সহনশীল আবাসন তৈরির মডেল হাউসের নকশা প্রণয়ন।

৪. সিসিডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন; Climate Technology Park-এর জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান শীর্ষক কার্যক্রম।

৫. উপকূলীয় অঞ্চলে এইচবিআরআই কর্তৃক ফ্রেণ্ডশীপ-এর সহায়তায় দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি নির্মাণ।

৪. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অর্জন

হাউজিং এণ্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এর অধীনে আরবান রেজিলিয়েন্স বিষয়ক গৃহীত প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা	ফলাফল	অর্থায়নে	মেয়াদকাল
"Technical Development to Upgrade Structural Integrity of Buildings in Densely Populated Urban Areas and Its Strategic Implementation towards Resilient Cities in Bangladesh (TSUIB)"	১. ভূমিকম্প সহনশীলতা ও প্রতিরোধের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন; ২. ভূমিকম্পের ফলে ভবনসমূহের অনুমিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও সৃষ্ট বিপর্যয় হ্রাস; ৩. গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং প্রচলিত নিম্নমানের ভবন নির্মাণ কৌশল-এর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বিদ্যমান ভবনসমূহের ভূমিকম্প সহনশীলতা নিরূপণ ও দুর্বল ভবনসমূহের জন্য উপযোগী পরীবিক্ষণ পদ্ধতি ও রেট্রোফিট প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ৪. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি।	১. মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে বিদ্যমান ভবনসমূহের বৈশিষ্ট্য সনাক্তকরণ এবং গবেষণার জন্য ভবন ও এলাকাসমূহ নির্ধারণ করা; ২. ভবনের ভূমিকম্প সহনশীলতা মূল্যায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং পরীক্ষামূলক ভবনে এ পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করা; ৩. ভূমিকম্পে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহের জন্য রেট্রোফিটস্কিম উদ্ভাবন এবং পরীক্ষামূলক ভবনে প্রয়োগের মাধ্যমে তার উপযোগিতা যাচাই; এবং ৪. দুর্যোগ হ্রাসে একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ নগর পরিকল্পনা কৌশল উদ্ভাবন।	1. User's Manual on Visual Rating (VR) For Potential Seismic Vulnerability Assessment of Existing Reinforced Concrete Building in Bangladesh. 2. Technical Guideline for Seismic Evaluation of Existing Reinforced Building in Bangladesh for Extended Application of PWD Seismic Evaluation Manual. 3.Technical Guideline For Seismic Retrofit Design of Existing Reinforced Concrete Buildings In Bangladesh for Extended Application of PWD Seismic Retrofit Design Manual. 4. Towards Seismic Resilience of Dhaka City: an Urban Planning Perspective. 5. User's Manual on Seismic Assessment of Existing Unreinforced Masonry (URM) Buildings in Bangladesh.	বাংলাদেশ সরকার ও (JICA)-এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায়	প্রকল্পটির মেয়াদকাল এপ্রিল-২০১৬ থেকে জুলাই-২০২২ পর্যন্ত

৫. অর্থ বছরের অন্যান্য কার্যক্রম

১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাউজিং এণ্ড বিল্ডিং রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করেন যা বর্তমানে হাউজিং এণ্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বিজয় দিবস-এর সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে হাউজিং এণ্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণ-এর প্রধান ফটক সংলগ্নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ম্যুরালটি প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ১৪ই ডিসেম্বর শুভ উদ্বোধন করেন।

১৪ ডিসেম্বর ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফটকে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরাল এর শুভ উদ্বোধন

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ বছরের বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে হাউজিং এণ্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মো. আশরাফুল আলম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিশ্ব বসতি

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এমপি ও সচিব জনাব মো. শহীদ উল্লা খন্দকার।

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষ্যে গৃহায়ন ও নির্মাণ উপকরণ

এবছর বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এইচবিআরআই-এর ডিসপ্লে সেন্টারে ২ দিনব্যাপী গৃহায়ন ও নির্মাণ প্রযুক্তি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক জনাব মো. আশরাফুল আলম প্রদর্শনীটি শুভ উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিভিন্ন বিকল্প নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তি এবং প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ ও ব্যবহার বিষয়ে প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনীতে দেশের শীর্ষস্থানীয় নির্মাণ ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণ করে। প্রদর্শনীটি বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে দর্শনার্থীর পরিদর্শন করে।

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে "পরিবেশ বান্ধব বিকল্প নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তি" বিষয়ক প্রদর্শনীতে এইচবিআরআই-এর স্টল। বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহায়ন ও নির্মাণ উপকরণ প্রদর্শনী। বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে "পরিবেশ বান্ধব বিকল্প নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তি" বিষয়ক প্রদর্শনীতে এইচবিআরআই-এর স্টল।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান চত্বর পরিছন্ন করা, ল্যাণ্ডস্কেপিং-এর মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন করা, অফিস ভবনটিকে সংস্কার করা, প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীসমূহ ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা, প্রতিষ্ঠান ভবনের তৃতীয় তলায় পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে অত্যাধুনিক ক্যান্টিন নির্মাণসহ প্রতিষ্ঠানের লবিতে আধুনিক হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

"মুজিববর্ষ" উদ্‌যাপন এবং প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীর Non Fired Sand Cement Solid Block ব্যবহার করে পুনঃনির্মাণ করে এতে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন স্টিকার সংবলিত ডিসপ্লে বোর্ড সংযোজন করা হয়েছে।

স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সম্মুখভাগের দেয়ালে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ও প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত উপকরণের দৃষ্টিনন্দন প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে 'সেবা সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এছাড়াও পেশাজীবী, বাড়ি নির্মাতা ও নির্মাণ শ্রমিকগণের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্থাপিত ডিসপ্লে কর্ণার

৬. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

১. পরিবেশ ও কৃষি জমি রক্ষার্থে প্রচলিত মাটি পোড়ানো ইটের উৎপাদন নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ।

২. কৃষি জমি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে বহুতল বিশিষ্ট গ্রামীণ গৃহায়নের প্রচলন।

৩. সবার জন্য আবাসনের লক্ষ্যে ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বহুতল বাড়ির নির্মাণ উপকরণ ও বাড়ি নির্মাণ নিশ্চিতকরণ।

৪. দুর্যোগ প্রবন এলাকার উপযোগী দুর্যোগ সহনীয় নির্মাণ ব্যয় জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন।

৭. বিগত ১ বছরের সাফল্য

গবেষণা কাজে সাফল্য

- Production of ecofriendly economical blocks applying admixture and its affordable distribution to end users.
- বিকল্পনির্মাণ উপকরণ দ্বারা নির্মিত ভবনের পরিবেশগত সক্ষমতা নিরূপণ।
- Final Report on preparation and Incorporation of Alternative pavement section (Interlocking Concrete Block pavement) into Road Design Manual.
- Final Report on Research on structural, Electrical and fire safety for RMG Factory Building in Bangladesh.
- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মৃত্তিকা পরীক্ষার কাজ।

৮. উন্নয়ন প্রকল্প/চলমান প্রকল্প/প্রস্তাবিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য

ক্রম	গবেষণা প্রকল্পের তথ্য
০১	**গবেষণা প্রকল্পের নাম :** Comparative Study of The Effect of Different Types of Chemical Admixtures in Eco-friendly Sand Cement Block. **সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক :** মো. ওহাব আলী, রিসার্চ অফিসার ও মো. জাহিদ শাহসুজা, রিসার্চ অফিসার। **সম্ভাব্য ব্যয় :** মোট- ৫৪,৭১,৮৫০ টাকা। প্রথম ধাপ- ১৩,৮৭,৪৭৫ টাকা (২০২১-২০২২ অর্থবছর)। দ্বিতীয় ধাপ-৪০,৮৪,৩৭৫ টাকা (২০২২-২০২৩ অর্থ বছর)।
০২	**গবেষণা প্রকল্পের নাম :**A Study on the Environmental Performance of Sand Cement Block Building Envelop as a Sustainable Alternative of Clay Burnt Bricks in Bangladesh. **সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক :** মনজুর পারভেজ, রিসার্চ আর্কিটেক্ট। **সম্ভাব্য ব্যয় :** মোট- ২৯,৭৭,৬৮০ টাকা। প্রথম ধাপ- ১১,১০,৭৫৫ টাকা। (জানুয়ারি ২০২২-জুন ২০২২) দ্বিতীয় ধাপ- ১৮,৬৬,৯২৫ টাকা। (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)
০৩	**গবেষণা প্রকল্পের নাম :** Study of Rain water Quality in and Efficiency of Storage Tank Made of RCC Ring. **সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক :** নাহিদ ফেরদৌস দৃষ্টি, রিসার্চ আর্কিটেক্ট। **সম্ভাব্য ব্যয় :** মোট- ৭,০৩,৯১৫ টাকা। প্রথম ধাপ- ৪,৭২,৭৯০ টাকা (২০২০-২০২২ অর্থবছর)। দ্বিতীয় ধাপ- ২,৩১,১২৫ টাকা। (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)
০৪	**গবেষণা প্রকল্পের নাম :** An Experimental Study of Impact of Cool Roof to Reduce Urban Heat Island Effect. **সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক :** নাহিদ ফেরদৌস দৃষ্টি, রিসার্চ আর্কিটেক্ট। **সম্ভাব্য ব্যয় :** মোট- ১৬,৭০,০৬০ টাকা প্রথম ধাপ- ৭,৯৫,৮১০ টাকা (জানুয়ারি ২০২২- জুন ২০২২)। দ্বিতীয় ধাপ- ৮,৭৪,২৫০ টাকা। (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)
০৫	**গবেষণা প্রকল্পের নাম :**Effect of Sand Collection from Different River bed on The Properties of Sand Cement Block. **সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক :** মো. ইসমাইল হোসেন, রিসার্চ অফিসার। **সম্ভাব্য ব্যয় :** মোট- ১,১৩,৬৪,০০০ টাকা। প্রথম ধাপ- ৩২,২৩,০০০ টাকা। (২০২১-২০২২ অর্থবছর)। দ্বিতীয় ধাপ- ৩৫,৫৬,০০০ টাকা। (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)। ৩য় ধাপ- ৪৪,৮৫,০০০ টাকা। (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)
০৬	**গবেষণা প্রকল্পের নাম :** Transition pathway of traditional brick sector towards non fired technology **সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক :** ফারহানা খোন্দকার , রিসার্চ অফিসার। **সম্ভাব্য ব্যয় :** মোট- ৬,৮৯,২১৪ টাকা। প্রথম ধাপ- ৪,৯০,৩৩৯ টাকা।(জানুয়ারি ২০২২ - জুন ২০২২)। দ্বিতীয় ধাপ- ১,৯৮,৮৭৫ টাকা। (জুলাই ২০২২- ডিসেম্বর ২০২২)
০৭	**গবেষণা প্রকল্পের নাম :** On the Development of Fly-ash and GGBS Based Geo-polymer Concrete Block. **সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক :** জাহিদ মো. শাহসুজা, রিসার্চ অফিসার। **সম্ভাব্য ব্যয় :** মোট- ১৭,৭০,০০০ টাকা। প্রথম ধাপ- ১২,১০,০০০ টাকা। (২০২১-২০২২ অর্থ বছর)। দ্বিতীয় ধাপ- ৫,৬০,০০০ টাকা। (২০২২-২০২৩ অর্থবছর

০৮	**গবেষণা প্রকল্পের নাম :** GROUND IMPROVEMENT USING ALKALI ACTIVATED RICE HUSK ASH. **সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক :** ড. পার্থ সাহা সিনিয়র রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার **সম্ভাব্য ব্যয় :** মোট- ১,৪৭,০৪,৮০০ টাকা। প্রথম ধাপ- ১,২০,২২,০০০ টাকা। (ফেব্রুয়ারি ২০২২– জুন ২০২২)। দ্বিতীয় ধাপ- ২৬,৮২,৮০০ টাকা। (২০২২–২০২৩ অর্থবছর
০৯	**গবেষণা প্রকল্পের নাম :**COMPARATIVE STUDY BETWEEN CONCRETE BLOCK (CB) AGGREGATES AND OTHER CONVENTIONAL AGGREGATES **সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক :** ১। মো. আরিফুজ্জামান সিনিয়র রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার। ২। মো. ইবনুল ওয়ারাহ, রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার। ৩ ।সৈয়দ আহমদ তাসনিম, রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার। **সম্ভাব্য ব্যয় :** মোট- ২৮,৬৯,৯৫০ টাকা। প্রথম ধাপ- ২১,৫৩,০৫০ টাকা। (ফেব্রুয়ারি ২০২২- জুন ২০২২)। দ্বিতীয় ধাপ- ৭,১৬,৯০০ টাকা। (২০২২–২০২৩ অর্থবছর)
১০	**গবেষণা প্রকল্পের নাম :** Study on Steel-Ferro Cement Structure Considering Sustainable Construction in Bangladesh. **সংশ্লিষ্ট মুখ্য গবেষক :** ১। মো. মুক্তাদির আবেদিন, এসিসটেন্ট আর্কিটেক্ট। ২। মো. ইবনুল ওয়ারাহ রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার। **সম্ভাব্য ব্যয় :** মোট- ২,১৩,৭৩,০৩৩ টাকা। প্রথম ধাপ- ৬৪,৩৬,০৩০ টাকা। (মার্চ ২০২২– জুন ২০২২)। দ্বিতীয় ধাপ- ১,৪৯,৩৭,০০৪ টাকা। (২০২২–২০২৩ অর্থবছর)

৯. প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য

উক্ত অর্থবছরে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

১০. প্রশাসনিক কার্যক্রম

সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের শূণ্যপদসমূহ-এর জনবল নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের চাহিত অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

সরকারি আবাসন পরিদপ্তর

সরকারি আবাসন পরিদপ্তর

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে সরকারি বাসা/বাড়ি বরাদ্দ ও ভাড়া আদায় সংক্রান্ত ৪টি প্রতিষ্ঠান ছিল– (১) কেন্দ্রীয় এস্টেট অফিস, ঢাকা (২) প্রাদেশিক এস্টেট অফিস, ঢাকা (৩) আঞ্চলিক এস্টেট অফিস, চট্টগ্রাম ও (৪) বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ ০৪ টি অফিস একীভূত করে সরকারি বাসস্থান পরিদপ্তর এবং পরবর্তীতে ০৯-১১-১৯৮৩ সালে সরকারি আবাসন পরিদপ্তর হিসেবে নামকরণ করা হয়। চট্টগ্রামে এর একটি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে।

ক্রমিক	বিষয়	তথ্যাদি
১.	রূপকল্প	সরকারি আবাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।
২.	অভিলক্ষ্য Bangladesh Allocation Rules,	১৯৮২-এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে আবাসন সুবিধা প্রদান। না-দাবি সনদ প্রদানের মাধ্যমে সরকারি আবাসনের বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য কর আদায় নিশ্চিতকরণ, সরকারি অফিসের জন্য স্থান বরাদ্দ প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি অফিস স্থান ভাড়া করার ছাড়পত্র প্রদান। এছাড়া, অবৈধভাবে দখলে রাখা কিংবা বরাদ্দের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ বাসা দখলকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা।
৩.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	প্রযোজ্য নয়
৪.	২০২১–২০২২ অর্থবছরের অর্জন	১. সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের বাসা সংক্রান্ত সফটওয়্যার আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং বাসাসংক্রান্ত তথ্যাদির ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে। ২. বিভিন্ন শ্রেণির মোট ১২০৫টি বাসা/বাড়ি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৩. মোট আবেদনের ৭১.২% সাময়িক না-দাবি সনদ প্রদান করা হয়েছে ৪. অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের অনুকূলে শতভাগ চূড়ান্ত না-দাবি সনদ প্রদান করা হয়েছে ৫. গাড়ি রাখার জন্য ১৮৮টি গ্যারেজ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৬. সরেজমিনে আবাসন এলাকায় ৪১৬টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ৭. সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের বাসাসংক্রান্ত ডাটাবেজ ব্যবহার করে নির্ধারিত সংখ্যক বাসা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে ৮. সকল কর্মচারীর বেতন-ভাতা প্রদানে ইএফটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে ৯. নথি পরিচালনায় শতভাগ ই-নথি চালু করা হয়েছে
৫.	২০২১–২০২২ অর্থ বছরের অন্যান্য কার্যক্রম	১. সরকারি দপ্তরের স্থান বরাদ্দ ও বেসরকারি ছাড়পত্র প্রদান ২. অননুমোদিত বসবাসের ক্ষেত্রে বাসার বরাদ্দ বাতিলকরণ ৩. অবৈধ দখলে থাকা সরকারি বাসা উদ্ধার
৬.	ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	বাসা বরাদ্দের আবেদন www.bashaonline.com ওয়েবসাইট এবং অ্যানড্রয়েড অ্যাপের মাধ্যমে গ্রহণ করা। সকল শ্রেণির বাসা/বাড়ি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বরাদ্দ প্রদান এবং সফটওয়্যারে AI (Artificial Intelligence) সংযোজন করে ডিজিটাল সেবাপ্রদান এবং ক্রমান্বয়ে এ পরিদপ্তরকে পেপারলেস অফিস হিসেবে গড়ে তোলা। না-দাবি প্রদান সেবা আরও সহজ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Ibas++ সফটওয়্যারের সাথে API (Application Programming Interface) সংযোগ স্থাপন করা। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ পরিদপ্তরকে যুগোপযোগী করা। এছাড়া, আঞ্চলিক অফিস চালুকরণ এবং পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণসহ Bangladesh Allocation Rules, 1982 এবং সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী (গ্যাজেটেড ও নন-গ্যাজেটেড) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩ সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৭.	বিগত ১ বছরের সাফল্য	সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে নথি সংক্রান্ত কার্যক্রম শত ভাগ ই-নথিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বাসা বরাদ্দের জন্য চালুকৃত ওয়েববেজড সফটওয়্যার www.bashaonline.com ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দ প্রদানের জন্য ডি-২, ডি-১, ই শ্রেণি, এফ শ্রেণিসহ অস্থায়ী ও পরিত্যক্ত শ্রেণির ৬৭৮টি বাসা এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে ১২০৫টি বাসা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকল্পে ৮৪৯টি না-দাবি সনদ প্রদান করা হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণে বরাদ্দের আবেদন গ্রহণ এবং প্রক্রিয়াকরণে বিদ্যমান সফটওয়্যারের পাশাপাশি "সরকারি আবাসন" নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে।
৮.	উন্নয়ন প্রকল্প/চলমান প্রকল্প/প্রস্তাবিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য	প্রযোজ্য নয়
৯.	প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/ বিধিমালা/নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য "Bangladesh Allocation Rules,	১৯৮২ সংশোধন করে "বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালা, ২০২১"-এর খসড়া প্রণয়ন করে ২৩/০৫/২০২১ তারিখ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০.	প্রশাসনিক কার্যক্রম	২টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পন্নকরণ, বিভিন্ন গ্রেডের ৪৭ জন কর্মচারীকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান
১১.	প্রাসঙ্গিক ছবি	প্রযোজ্য নয়
১২.	বিবিধ	প্রযোজ্য নয়

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৯ জুলাই ১৯৭৫ সালে "বিশেষ দায়িত্বভার প্রাপ্ত অফিসার (হিসাব) এর অফিস, গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত বিভাগ" গঠন করেন। পরবর্তীতে ডিসেম্বর, ১৯৮২ সালের এনাম কমিটির প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস ও ১৫ মার্চ ১৯৮৩ সালে 'মার্শাল ল' কমিটির প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস আদেশ অনুযায়ী, "অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর" নামকরণ করা হয় ।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি নিরীক্ষা পরিদপ্তর। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা ও দপ্তরসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি অর্থ ও সম্পদের তজরূপ ও অপব্যবহার রোধ করে সরকারি অর্থ ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেরামত ব্যয়সহ বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অনিয়ম চিহ্নিত করা, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের বিশুদ্ধতা যাচাই করা, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করাসহ এর প্রতিকারের বিষয়ে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। অনিয়ম দূরীকরণার্থে নিরীক্ষার পাশাপাশি অডিটি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। নিরীক্ষায় প্রাপ্ত আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যত্যয়সমূহ সংস্থা ও দপ্তরভিত্তিক বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের নজরে আনয়ন করা হয়ে থাকে।

১. রূপকল্প (Vision)

- ব্যয়সাশ্রয়ী, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতাপূর্ণ আর্থিক প্রশাসন;

২. অভিলক্ষ্য (Mission)

- কার্যকর নিরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাপূর্বক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যয়সাশ্রয়ী দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা;

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- ২০২১–২২ আর্থিক সালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২৭টি ব্যয় কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৪. ২০২০–২০২১ অর্থবছরের অর্জনসমূহ :

১. **নিরীক্ষা কার্যসম্পাদন :** ২০২০–২০২১ আর্থিক সালে ১১৪টি ব্যয় কেন্দ্র বা অফিসের আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ সার্বিক কার্যক্রম নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করে ২০২০–২০২১ আর্থিক সালে ৭৬৬টি অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। যার বিপরীতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৭৭৩০.২৩ কোটি টাকা।

২. **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি :** দ্বি-পক্ষীয়, স্থায়ী অডিট কমিটির সভার সুপারিশ, ব্রডসীট জবাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ২০২০–২০২১ আর্থিক সালে ১৩৯৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩. অডিট আপত্তির ফলে অনিয়মিতভাবে ব্যয়িত অর্থ আদায় : নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির ২০২০–২০২১ আর্থিক সালে ২.৪৬ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

৫. ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অন্যান্য কার্যক্রম :

২০২০–২০২১ অর্থবছরে পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তিসমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

২০২০–২০২১ অর্থবছরে এ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

৬. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

১. ২০২২–২০২৩ আর্থিক সালে পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তিসমূহের জন্য প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারে ডাটাবেজ তৈরি করা;

২. ২০২২–২০২৩ আর্থিক সালে শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা;

৩. ২০২২–২০২৩ আর্থিক সালে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন জোরদার করা।

৭. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সাফল্য :

- অডিট আপত্তির তথ্য ডিজিটালকৃত করার জন্য সফটওয়ার প্রস্তুত।
- অডিট আপত্তির পরিমাণ হ্রাস।
- নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির বিপরীতে ২.৪৬ কোটি টাকা আদায়।

৮. উন্নয়ন প্রকল্প/ চলমান প্রকল্প/ প্রস্তাবিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য :

- এ পরিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে কোনো প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতা নেই।

৯. প্রণীত/ প্রণয়নাধীন আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য :

- এ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০. প্রশাসনিক কার্যক্রম :

- শূন্যপদে জনবল নিয়োগ করা;
- নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা কার;
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণের নিরীক্ষা আপত্তি বিষয়ক ছাড়পত্র প্রদান;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশন মঞ্জুরি;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছুটি অনুমোদন;

রাজধানী
উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ

১৯৫৩ সালে প্রণীত The Town Improvement Act, 1953 (East Bengal Act) (Act No. XIII of 1953) আইনের আওতায় ১৯৫৬ সালে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের উন্নয়ন ও পরিবর্ধনের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে সর্ব প্রথম "ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট" (ডিআইটি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত তৎকালীন ডিআইটি পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে উক্ত আইন সংশোধনের মাধ্যমে "রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" বা রাজউক হিসেবে পরিবর্তিত হয়। ১৯৮৭ সালে রাজউকের পরিধি বিস্তৃত হয় ৫৯০ বর্গমাইল এলাকায় সাভার, কেরানিগঞ্জ ও অন্যান্য এলাকায়। ১৯৫৯ সালে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডিআইটি) কর্তৃক সর্বপ্রথম ঢাকার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। এই প্ল্যানের আওতায় প্রাথমিকভবে ২২০ বর্গমাইল এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল যা পরবর্তীতে ৩২০ বর্গমাইলে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৫ সালে ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা (DMDP)-এর আওতায় ৫৯০ বর্গমাইল এলাকার কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ২০১০ সালে ডিটেল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে চেয়ারম্যান এবং পাঁচ জন সদস্য পর্ষদের পরিচালনায় রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশের শহরাঞ্চল ও পশ্চাদভূমি নিয়ে গঠিত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাজউক রাজধানী ঢাকার পরিকল্পনা, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

১. রূপকল্প (Vision)

রাজউক-এর আওতাধীন এলাকার পরিকল্পিত নগরায়ন সৃষ্টি, টেকসই উন্নয়ন ও বাসযোগ্য আবাসন নিশ্চিতকরণ

২. অভিলক্ষ্য (Mission)

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও গবেষণার মাধ্যমে Detailed Area Plan (DAP) অনুযায়ী পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিতকরণ, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮-এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে গণসচেতনা সৃষ্টি করে জনবান্ধব নগরী বিনির্মাণ এবং জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য বাসযোগ্য টেকসই, নিরাপদ, সাশ্রয়ী আবাসন এবং পরিকল্পিত নগরী সৃষ্টি।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি : জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
মোট ১০টি	মোট-২২৪৮.৫২	২২৪২.২৬ (৯৯.৭২%)	১২টি
জিওবি অর্থায়নে-০৪টি	জিওবি-১৬৬৮.৩০	১৬৫০.৩৮ (৯৮.৯৩%)	
স্ব-অর্থায়নে-০৬টি	স্ব-অর্থ-৫৮০.২২	৫৯১.৮৮ (১০২.০০%)	

৪. অর্জন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে রাজউক কর্তৃক চলমান প্রকল্পসমূহের ভৌত অগ্রগতি ১০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭২%।

৫. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

রাজউক কর্তৃক ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ :

ক. প্রস্তাবিত তুরাগ নদের বন্যা প্রবাহ এলাকা, জলাশয় সংরক্ষণ ও কমপ্যাক্ট টাউনশিপ উন্নয়ন প্রকল্প :

ঢাকার পশ্চিমে তুরাগ নদীর বন্যা প্রবাহ অঞ্চলকে রক্ষা, বন্যা প্রবাহ অঞ্চল যথাযথভাবে চিহ্নিত করে শহরে পরিবেশ রক্ষা, বাস্তু সংবেদনশীল (Eco-friendly) সবুজ টাউনশিপ গড়ে তোলা, সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে জলভিত্তিক বিনোদন সুবিধা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে নগরবাসীকে রক্ষা করার জন্য এবং জলাধার/জলাভূমি সংরক্ষণের পাশাপাশি ঢাকা শহরের অতিরিক্ত জনসংখ্যার

আবাসনের চাহিদা মেটানোসহ টেকসই উন্নয়ন বজায় রাখার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও নাগরিক পরিষেবার জন্য ৩২% ভূমি এবং জলাশয়, সবুজায়ন, বিনোদন ব্যবস্থা, খাল ও নদীর বাঁধ নির্মাণের জন্য ৬৮% ভূমি ব্যবহারের সংস্থান রাখা হয়েছে।

খ. রাজউকের প্রস্তাবিত শেখ রাসেল ওয়াটার বেইজড বিনোদন পার্ক

ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাসস্থল ও খেলার মাঠ, পার্ক-এর পরিমাণ কমে আসছে। সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জ ঘাটারচর মৌজায় ২০.৭০ একর এলাকা নিয়ে শেখ রাসেল ওয়াটার বেইজড বিনোদন পার্ক প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. বাসযোগ্য ভূমির পাশাপাশি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিনোদন অঞ্চল গড়ে তোলা।
২. ঢাকা শহরের জনসাধারণের জন্য বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে অবদান রাখা।
৩. কেরানীগঞ্জ এলাকায় আধুনিক নাগরিক সুবিধা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম তথা নতুন শহরের বিস্তার ঘটানো।
৪. বিদ্যমান খাস জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নসহ আরকিটেকচারাল ও স্ট্রাকচারাল নকশা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

গ. কেরানীগঞ্জ মডেল টাউন প্রকল্প

বর্তমান সরকারের "আমার গ্রাম আমার শহর" নির্বাচনী ইশতেহার এর বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তথা রাজউক এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রস্তাবিত কেরানীগঞ্জ মডেল টাউন প্রকল্পে কৃষিভিত্তিক নগরায়ন এর প্রস্তাব করা হয়েছে। ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে কেরানীগঞ্জ এলাকার ২৪০৮.৪৬৮ একর (কম/বেশি) জায়গা নিয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল টাউন প্রকল্প নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। যা কৃষিবান্ধব নগরায়ন 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮' এবং 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১'-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যানে ১০.৬৪ শতাংশ বহুতল এপার্টমেন্ট ব্লক, ১৩.৪৪ শতাংশ আবাসিক প্লট এলাকাসহ পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধাদি, সেন্ট্রাল বিজনেস এলাকা/বাণিজ্যিক প্লট, বিনোদনমূলক ভূমি ব্যবহার, লেক, পার্ক, খেলার মাঠ, প্রাতিষ্ঠানিক জোন ও প্রশস্ত রাস্তার সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়া বয়োবৃদ্ধ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিগণের জন্য প্রকল্পে ৫.৬২ একর আয়তনের Assisted Living Zone-এর প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ঘ. রাজউক পূর্বাচল হাইরাইজ এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্প

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ল্যাণ্ড ইউজ প্ল্যান অনুযায়ী হাইরাইজ এপার্টমেন্ট ব্লকে কম/বেশি ৬০,০০০টি এপার্টমেন্ট নির্মাণে রাজউক পূর্বাচল এপার্টমেন্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে হাই-রাইজ ও নিম্ন আয়ের লোকের জন্য এপার্টমেন্ট নির্মাণের বিষয়ে ভূমি ব্যবহার নক্সায় প্রদর্শিত অবশিষ্ট ৩ (তিন)টি সেক্টরের হাইরাইজ এপার্টমেন্ট ব্লক-এর মধ্যে পিপিপিএ-র মাধ্যমে ০১(এক)টি সেক্টরে (সেক্টর নং-৩) এবং ২ (দুই)টি সেক্টরে (সেক্টর নং-২ ও ৩) রাজউক কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের মাধ্যমে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বাস্তবায়ন করা এবং একইভাবে নিম্ন আয়ের লোকের জন্য ৯ (নয়)টি এপার্টমেন্ট ব্লকের মধ্যে পিপিপি-এর মাধ্যমে ৬ (ছয়)টি ব্লকে (সেক্টর নং-৮, ৯, ১০, ১৩, ২৫ ও ২৯) এবং ৩ (তিন)টি (সেক্টর নং-৩, ৪ ও ১৮) ব্লকে রাজউক কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পের এপার্টমেন্ট নির্মাণ করা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঙ পূর্বাচল নতুন শহর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত সংযোগ সড়ক প্রকল্প

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পূর্বাচল নতুন শহরের সাথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে "পূর্বাচল নতুন শহর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২ (দুই) কিলোমিটার Viaduat-সহ মোট ৮.২৭ কি.মি. সড়ক নির্মাণ করা হবে। সংযোগ সড়কটি নির্মাণের পর পূর্বাচল নতুন শহরের Diplomatic Zone-এর সাথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সরাবরি সংযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া বিমানবন্দর হতে এশিয়ান হাইওয়ে পর্যন্ত সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে। বিমানবন্দর হতে এশিয়ান হাইওয়েগামী যান-বাহনসমূহ দূরত্ব ও সময়ের বিষয়টি বিবেচনা করে আলোচ্য রাস্তাটি ব্যবহার করা হবে। প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

চ. ঢাকা নগর পুনঃউন্নয়ন প্রকল্প (Dhaka Urban Regeneration Project)

নগর পুনঃউন্নয়ন (Urban Regeneration) বলতে অপরিকল্পিত, ঘনবসতিপূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত কোনো নগর বা এলাকাকে সম্পূর্ণ সংস্কার, আংশিক পুনর্নির্মাণ বা সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি পরিকল্পিত, পর্যাপ্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত কোনো এলাকায় রূপান্তিত করার একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে। নগর পুনঃউন্নয়ন এর জন্য পুরান ঢাকার ৭টি এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

১. বংশাল : পুরান ঢাকার সুপরিচিত এলাকাগুলোর মধ্যে বংশাল একটি। আয়তন প্রায় ১২.৭১ একর
২. চকবাজার : এলাকাটি আকারে প্রায় ১.৪৬ একর
৩. ইসলামবাগ : এলাকটি আকারে প্রায় ১৪.৯৪ একর
৪. মৌলভীবাজার : মনোনীত এলাকাটি প্রায় ০.৬ একর
৫. লালবাগ : এলাকাটি প্রায় ৩৩ একর
৬. কামরাঙ্গিরচর : এলাকাটি প্রায় ৩৩.৭৬৩ একর
৭. হাজারীবাগ : এলাকাটির আয়তন প্রায় ১১১.০৩ একর

পুরান ঢাকার ৭টি এলাকার ঐতিহ্যকে সমন্বয় করে নাগরিক সুবিধা দিয়ে নিরাপদ, টেকসই নগর তৈরি করার পরিকল্পনাই "পুরান ঢাকার নগর পুনঃউন্নয়ন" প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঢাকা নগর পুনঃউন্নয়ন (Dhaka Urban Regeneration) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিকল্পিত নগরায়নে নতুন মাত্রাযোগের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশ এর মর্যাদা অর্জনে এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

ছ . সাশ্রয়ী আবাসন উন্নয়ন (Affordable Housing)

বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের বসতি আছে এবং এ সকল মানুষ ঢাকা শহরের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ, যারা বিভিন্নভাবে নগরজীবনে ও অর্থনীতিতে অবদান রেখে যাচ্ছে।
নিম্ন এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের আবাসনের উন্নয়নে পদক্ষেপসমূহ :

- পরিকল্পনার মেয়াদ অর্থাৎ ২০৩৫ সালের মধ্যে ঢাকা মহানগর অঞ্চলে সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিম্ন এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের ১ লক্ষ আবাসিক ইউনিট নির্ধারণ করা।
- এ ধরনের আবাসনের অর্থায়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে
- সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে ন্যূনতম সুদহার (২.৫%-৩%) ও দীর্ঘমেয়াদি কিস্তি (২৫-৩০ বছর) অর্থাৎ সহজ শর্তে ঋণের (Soft loan) যোগানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- সূলভ ও গ্রহণযোগ্য মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে ইউনিটের মালিকানা হস্তান্তরের ব্যবস্থা অর্থাৎ ভাড়াভিত্তিক মালিকানা (Hire purchase) প্রক্রিয়া গ্রহণ
- কর্মসংস্থান এলাকা অর্থাৎ বাণিজ্যিক ও শিল্প অঞ্চলে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য এসব অঞ্চলের সংলগ্ন এলাকায় ভাড়াভিত্তিক সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প নির্মাণ
- বিদ্যমান সরকারি জীর্ণ কোয়াটারগুলো পুনর্নির্মাণ করে সেখানে ১৫–২০% ইউনিট নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ
- সরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়িত যেকোনো আকারের আবাসিক প্রকল্পে ১৫–১৫% স্থান/ইউনিট নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য সংরক্ষণ।

জ. শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পার্শ্ব হতে ভূলতা পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ

রাজউক ঢাকা শহরে পূর্ব পশ্চিম দিকের চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি, সড়ক সংলগ্ন এলাকায় আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নে প্রগতি স্বরণী হতে বালু নদী পর্যন্ত ১০০ ফুট প্রস্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ ২০১৫ সালে সমাপ্ত করেছে। পরবর্তীতে বর্তমানে বালু নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণসহ শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যা জুন, ২০২৩ এ সমাপ্ত হবে। উক্ত রাস্তার গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ব্রীজসহ ভূলতা পর্যন্ত ১০০ ফুট প্রস্থ রাস্তা নির্মাণ কাজের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ডিপিপি ও নকশা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা শহরের সাথে পূর্ব পশ্চিমের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন হবে এবং ঢাকার প্রগতি স্বরণী হতে সিলেট রোডের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে।

৭. বিগত ০১ (এক) বছরের সাফল্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
শুরু করা নতুন প্রকল্প নাই	প্রতিবেদনাধীন বছরে উত্তরা আদর্শ শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত কোন সমাপ্ত প্রকল্প নাই	১। মাদানী এভিনিউ হতে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড ৫) প্রশস্তকরণ ও বালু নদী হতে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত (মেজর রোড ৫ ক) সড়ক নির্মাণ (১ম পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩.৫ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ, ০৩টি ব্রীজ প্রশস্তকরণ ও বালু ব্রীজের ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২। কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পাশে (কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১২.৬ কি. মি. রাস্তা নির্মাণ, ০৫টি এ্যাটগ্রেড ইন্টারসেকশন, খালের উপর ১২টি ব্রিজ, ০৩টি ব্রিজ প্রশস্তকরণ, জিআরপি পাইপের মাধ্যমে কুড়িল হতে এডি-৮ খাল পর্যন্ত ২.০০ কি. মি. ড্রেনেজ পাইপ লাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। ৩। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ৪০ কি. মি. অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ১০ কি. মি. খাল খনন ও উন্নয়ন, ০২টি স্কুল, ২০০ একর ভূমি উন্নয়ন, ০৬টি ব্রীজ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪। উত্তরা আদর্শ শহর (৩য় পূর্ব) প্রকল্পের আওতায় ২০ কি.মি. অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ২কি.মি. লেক উন্নয়ন, ১৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ১৪৫ কি.মি. পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক লাইন, পাম্প হাউস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫। উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পে Commercial Complex ভবনের নির্মাণ কাজ ৮৫% সমাপ্ত হয়েছে, প্রকল্পের ৭৯টি ভবনের মধ্যে ৬৯টি ভবনে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে, ৩২টি ভবনের G LP গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে Reticulated System । ৬। ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমণ্ডি এলাকার ৯টি পরিত্যক্ত বাড়িতে বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২টি ভবন সম্পন্ন হয়েছে, ৪টি ভবনের ৭৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও ০১টি ভবনের ৩৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮. উন্নয়ন প্রকল্প/চলমান প্রকল্প/বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য

ক। গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প

ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকার ২৯৮.১৫ একর জায়গা নিয়ে গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় লেকসমূহ বেদখল হওয়া থেকে রক্ষা করা, লেকে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে মহানগরীর নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ৮০.১০ একর ভূমি অধিগ্রহণ, ৮.৮৬ কি.মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ ২.৪৩ কি.মি. ড্রাইভওয়ে নির্মাণ কাজ, ৪.৩০ কি.মি. তীর সংরক্ষণ কাজ এবং প্রকল্পে ৩.৮০ লেক পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১৬৫/১১/২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত সংশোধিত ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ডিপিপি অনুযায়ী যানজট নিরসন ও লেক দূষণ রোধে এ প্রকল্পের আওতায় নতুন অবকাঠামো নির্মাণসহ লেক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

সংশোধিত প্রকল্পের প্রস্তাবিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

৮২.৫৬ একর জমি অধিগ্রহণ, ২০৫৫২.১৭ রানিং মিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ৫২১৮.৩২ রানিং মিটার ড্রাইভওয়ে (লেক ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ) নির্মাণ, ২৫০০ রানিং মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ, ৮৯২৭২৭.৪৪ ঘন মিটার লেক খনন, ১২৬০৮১৭.৬৫ ঘন মিটার স্লাজ অপসারণ, ৯টি ব্রিজ নির্মাণ, ৫৩৮৫.০৬ রানিং মিটার গ্রেড সেপারেটর নির্মাণ, ২৩১৩.০৭ রানিং মিটার সড়ক প্রশস্তকরণ, ৫৬০৭.৮৪ রানিং মিটার রাস্তা নির্মাণ (পিয়ারের উপর), গৃহস্থালী স্যুয়ারেজ জন্য ১৫০০ মি. আরসিসি পাইপ (৩০০ মি.মি.) স্থাপন, গৃহস্থালী স্যুয়ারেজ জন্য ১৫০০ মি. আরসিসি পাইপ (৬০০ মি.মি.) স্থাপন, ২০০০ রানিং মিটার ইউ-ড্রেন নির্মাণ, গৃহস্থালী স্যুয়ারেজ জন্য ১৫০০ মি. আরসিসি পাইপ (৯০০ মি.মি.) স্থাপন, ১১৭২৭ রানিং মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ, ২৬৫১.৬০ রানিং মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।

২০২১-২২ সালের প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম

গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণে গুলশান সোসাইটি-এর সাথে রাজউকএর ৩ বছর মেয়াদি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়, রাজউকের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ও গুলশান সোসাইটির প্রতিনিধিগণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

খ. কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পাশে (কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্প

বর্ষা মৌসুমে কুড়িল ডিওএইচএস, বারিধারা, সেনানিবাস, নিকুঞ্জ, বসুন্ধরা, শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর এলাকাসমূহের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাকরণের নিমিত্তে কুড়িল-পূর্বাচল (কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। সরকারি নির্দেশে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এ মাধ্যমে Delegated Procurement পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.৫%।

কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয়পাশে ১০০ ফিট চওড়া খাল

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের গত ১০/০৬/২০২১ইং তারিখ কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয়পাশে ১০০ ফিট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন।

কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয়পাশে ১০০ফিট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সড়ক নির্মাণ

গত ১৬/০৭/২০২২ ইং তারিখ চেয়ারম্যান, রাজউক কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

গ. আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প: রাজউক অংশ

অত্যবশ্যকীয় ও জীবনরক্ষাকারী স্থাপনাসমূহের ভূমিকম্প ঝুঁকি নির্ণয়, দুর্যোগ ঝুঁকি সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন, রাজউকের আওতায় আরবান রেজিলিয়েন্স ইউনিট গঠন, ইলেকট্রনিক নির্মাণ অনুমোদন (ইলেকট্রনিক কনস্ট্রাকশন পারমিটিং) ব্যবস্থাপনা স্থাপন, প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদদের পেশাগত উৎকর্ষ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রফেশনাল এক্রিডিটেশন কার্যক্রম চালুকরণ, রাজউক অধিভুক্ত এলাকায় বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন পদ্ধতি উন্নয়ন ইত্যাদি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সাহায্যে ও সরকারি তহবিলের অর্থায়নে আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প : রাজউক অংশটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৭২.৪৮%।

মাঠপর্যায়ে ভবনের ঝুঁকি নিরূপণে Rapid Visual Assessment:

Ferro Scanning

Rebound Ferro Scanning

মাঠপর্যায়ে ভবনের ঝুঁকি নিরূপণে Detailed Engineering Assessment

মহাখালীতে দশ তলা আরবান রেজিলিয়েন্স ইউনিট–এর ভবন নির্মাণ:

উদ্দেশ্য	রিসার্চ, ট্রেনিং, টেস্টিং ল্যাবরেটরি সুবিধাসহ ভবন নির্মাণ, রিসার্চ, ট্রেনিং, টেস্টিংসহ আধুনিক ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা
প্রত্যাশিত ফলাফল	২টি বেইসমেন্টে পার্কিংসহ ১৩৩০০ বর্গমিটার (১,৪৩,০০০ বর্গফুট) সংবলিত ১০তলা ভবন লেভেল ১ থেকে লেভেল ৩ পর্যন্ত ল্যবরেটরি অন্যান্য লেভেলে প্রশিক্ষণ, গবেষণা কেন্দ্র, অফিস ইত্যাদি।

Stair, Lift Core, Shear wall 2nd lift Casting

ঘ. মাদানী এভিনিউ হতে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫) ও বালু নদী হতে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫ক) সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

মাদানী এভিনিউ হতে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫) ও বালু নদী হতে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত (মেজর রোড-৫ক) সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ডেলিগেটেড ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পে বালু ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ৩.৯২৫৭ একর এবং বালু ব্রিজ হতে শীতলক্ষ্যা পর্যন্ত এলাকায় ৪৮.৭২ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান এবং প্রকল্পে নতুন বাজার হতে বালু নদী পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. দুই লেন হতে ছয় লেন রাস্তা প্রশস্তকরণ এবং বালু নদী হতে শীতলক্ষ্যা পর্যন্ত ৩.৬০ কি.মি. আট লেন রাস্তা নির্মাণ কাজ চলমান আছে। এছাড়া প্রকল্পে বালু ব্রিজ ও ক্যানেল ব্রিজ নামে নতুন দুইটি ব্রীজ নির্মাণ হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.০৩%।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মাদানী এভিনিউ হতে বালু নদী পর্যন্ত (মেজর রোড ৫) প্রশস্তকরণ ও বালু নদী হতে শীতলক্ষা যা নদী পর্যন্ত (মেজর রোড ৫ক) সড়ক নির্মাণ (১ম পর্ব)" শীর্ষক প্রকল্পের নির্মানাধীন বালু সেতু

ঙ. পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প

রাজধানী ঢাকা শহরের অতিমাত্রিক জনসংখ্যার চাপ হ্রাস ও আবাসন সমস্য লাঘবের পাশাপাশি সংলগ্ন এলাকার অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে একটি আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ আবাসিক শহর হিসেবে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটি গড়ে উঠছে। প্রকল্পের আওতায় কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোড নির্মাণের মাধ্যমে পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের সাথে রাজধানীর দ্রুত ও সহজ যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণমানুষের উন্নতি সাধিত হচ্ছে। রাজধানীর ড্যাপ (Detailed Area Plan) এলাকাভূক্ত ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানার ১৫০ একর, গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার ১৫০০ একর এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার ৪৫৭৭.৩৬ একর সর্বমোট ৬২২৭.৩৬ একর অধিগ্রহণকৃত জমি নিয়ে প্রকল্পটি গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের লে-আউট নক্শায় আবাসিক প্লট হিসেবে ৩৮.৬০% প্রশাসনিক, ইউটিলিটি ও অন্যান্য ১৬.৪৫% লেক/খালের জন্য ৭.৬০%, সড়ক ও ফুটপাথের জন্য ২৬.১৫% এবং ক্রীড়া, পার্ক ও বনায়ন ইত্যাদির জন্য ১১.২০% জমির সংস্থান রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের সেক্টর নং-১৫, সড়ক নং-২০৩, প্লট নং-০১৭ এ বঙ্গবন্ধু চত্বর স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থাপত্য নকশাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেন। উক্ত স্থাপত্য নকশায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার দিক নির্দেশনামূলক তর্জনী'র ভঙ্গিমাকে শৈল্পিক ভাস্কর্যরূপে উপস্থাপন করে নকশাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ১৯ নং সেক্টরের CBD এরিয়ায় কম-বেশি ১০০ একর জমিতে ১০০-১৪২ তলা বিশিষ্ট একটি আইকনিক বহুতল টাওয়ার নির্মাণ কল্পে গত ২৬/০৭/২০১৮ তারিখ Consortium Of PowerPac Holding Ltd. and Kajima Corporation. বরাবর সাময়িক বরাদ্দপত্রকারি করা হয়। Preliminary Master Plan পর্যালোচনার জন্য ড. শামিম জেড বসুনিয়া, এমিরেটাস অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট কারিগরী কমিটি গঠনের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের ০৫/২০২০তম সাধারণ সভায় অনুমোদিত হয়। কারিগরী কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারিগরী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে Master Plan/Lay-Out Planmn Detail Drawing-Design চূড়ান্ত করা হবে। আইকনিক টাওয়ার নির্মাণকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Civil Aviation Authority হতে Height Clearance-এর জন্য দ্বিপাক্ষিক সভা আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাজউক গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৫৫.২৪%।

প্রকল্পের বর্তমান চিত্র

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের রাস্তা উন্নয়ন কার্যক্রম

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ব্রিজ উন্নয়ন কার্যক্রম

চ. উত্তরা আদর্শ শহর (৩য় পর্ব) নির্মাণ প্রকল্প

রাজধানী ঢাকার উত্তরা আবাসিক এলাকার ০৪টি সেক্টরে ২০০৮.০৮৩ একর অধিগ্রহণকৃত জমি নিয়ে উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পটির কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির ভূমি উন্নয়ন কাজ প্রায় ৯৮%, রাস্তা নির্মাণ কাজ প্রায় ৯৯%, লেক ও খাল উন্নয়ন কাজ প্রায় ৮৫% এবং প্রকল্পের ১২টি ব্রিজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পিজিসিবি/ডেসকো কর্তৃক প্রায় ৮০% বিদ্যুতায়নের কাজ এবং ওয়াসা কর্তৃক পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক নির্মাণের ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে উত্তরা আবাসিক এলাকার আবাসন, যাতায়াত ব্যবস্থা ও জীবন মান উন্নতি হয়েছে।

ছ. উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প

ঢাকা মহানগরীর চর্তুদিকে পরিকল্পিত স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করে ক্রমবর্ধমান আবাসন সংকটের চাপ কমানোর লক্ষ্যে ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসনের সমস্যা বিবেচনায় রাজউক বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণে অত্র এলাকার ভূমিকম্পের যাবতীয় প্যারামিটার বিবেচনায় এনে ভবনসমূহের কাঠামো নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ স্থপতিদের দ্বারা আধুনিক স্থাপত্য শৈলী বিবেচনায় ভবনসমূহের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজউক ও গণপূর্ত অধিদপ্তর এর অভিজ্ঞ প্রকৌশলীদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এবং আধুনিক ভবননির্মাণের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পে 'এ' ব্লকে ৭৯টি ১৬-তলা ভবনের মধ্যে ৭৩টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি ভবনের কাজ চলমান। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯২% ও আর্থিক অগ্রগতি ৯০%।

প্রকল্পের বর্তমান চিত্র

জ. উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্প

ঢাকা শহরের উত্তরা আবাসিক এলাকার ৬৩.৮৪ একর জায়গা নিয়ে উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় লেক-সমূহ বেদখল হওয়া থেকে রক্ষা করা, দূষণমুক্ত করা, লেকে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে মহান-গরীর নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ০.৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান আছে। এছাড়াও প্রকল্পে ১.৭০ কি.মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ, ১.৬২ কি.মি. তীর সংরক্ষণ কাজ এবং প্রকল্পে ০.৭২ কি.মি. লেক পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আরডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ঝ. ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প এলাকার আবাসিক ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

ঢাকা শহরের স্বল্প ও মধ্যবিত্ত লোকদের আবাসন সমস্যার নিরসন ও ঢাকা শহরকে বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পাড়ে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প এলাকায় আবাসিক ও বাণিজ্যিক অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রকল্পটি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পটি রাস্তা প্রশস্তকরণসহ ফুটপাত, পাকা ড্রেন, ক্রস ড্রেন, ওয়াকওয়ে, খেলার মাঠ উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ চলমান আছে। এছাড়াও প্রকল্পের ইউলিটি সার্ভিস-এর সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্যে বিদ্যুতায়ন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্তে কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের অভ্যন্তরে ২৫তলা কমার্শিয়াল কমপেক্স ও অন্যান্য অবকাঠামোর ডিজাইন, ড্রইং প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে RFP গ্রহণ করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন চলছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২৩% ও আর্থিক অগ্রগতি ১৮.৮৭%।

ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কিছু স্থিরচিত্র

রাজউক চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক সাইট ভিজিট

রাস্তার কার্পেটিং কাজ পরবর্তী চিত্র

ঞ. ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমণ্ডি এলাকার ০৯টি পরিত্যক্ত বাড়িতে বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প:

ঢাকা শহরের তীব্র আবাসন সমস্যা সমাধানে অবদান রাখা এবং পরিত্যক্ত প্লটের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমণ্ডি এলাকায় ৯টি পরিত্যক্ত বাড়িতে বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের স্থানসমূহ ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমণ্ডি এলাকার ৯টি পরিত্যক্ত বাড়ি। নির্মিতব্য ভবনসমূহ ৪ তলা হতে শুরু করে ১৫ তলা পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা ১৮১টি যার মধ্যে বিক্রয়ের জন্য ১৪৫টি এবং সরকারি আবাসনের জন্য ৩৬টি নির্ধারিত। প্রকল্পের সকল ভবনে চূড়ান্ত কারিগরী নকশা অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ০৭টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%ও আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৪৫%।

ভবন-৪ (কর্ণফুলি) মোহাম্মদপুর ১৩/১, ব্লক-এ

সকল তলার ছাদ ঢালাই, ব্রিকওয়াল, প্লাস্টার, রং, চৌকাঠ ও গ্রীল স্থাপন স্যানিটারি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাউণ্ডারিওয়াল-এর কাজ চলমান রয়েছে। সমগ্র অগ্রগতি-৯০%

ভবন-৬ (করতোয়া) মোহাম্মদপুর ২/১৫, ব্লক-বি, বাবর রোড

সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে সমগ্র অগ্রগতি-১০০%

ভবন-৭ (চিত্রা) মোহাম্মদপুর ২২/২১, ব্লক-বি, খিলজী রোড

সকল তলার ছাদ ঢালাই ও ব্রিকওর্য়াক এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বর্তমানে ফিনিশিং ও বাউণ্ডারিওয়াল-এর কাজ চলমান। সমগ্র অগ্রগতি-৮২%

ট. পিপিপি-এর আওতায় ঝিলমিল রেসিডেন্সিয়াল পার্ক প্রকল্প

ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প এলাকায় আবাসিক ও বাণিজ্যিক অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় ঝিলমিল রেসিডেন্সিয়াল পার্ক প্রকল্পে ১৬০ একর জায়গায় ৮৫টি ভবনে ১৩৭২০টি এপার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত করবে। প্রাইভেট পার্টনার SVC Jhilmil Residential BD Ltd. রাজউকের সাথে এপার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত করবে। ঝিলমিল রেসিডেন্সিয়াল পার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নকল্পে সৃষ্ট ঢাকা মহানগীরর জনসংখ্যার চাপ কমানো, অনুন্নত এলাকাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নত এলাকায় রূপান্তরিত করে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, পরিকল্পিত নগরায়নের ফলে জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করায় উক্ত প্রকল্পের লক্ষ্য। উক্ত প্রকল্পের সাইট অফিস ও লেবার সেড নির্মাণ করা হয়েছে।

ঠ. পূর্বাচল নতুন শহর এলাকায় পিপিপি-এর আওতায় পানি সরবরাহ ও বিতরণ প্রকল্প

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পূর্বাচল নতুন শহর এলাকায় ৩২০ কি.মি. রাস্তা নেটওয়ার্ক বরাবর ৩৪০ এম.এল.ডি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পানি সরবরাহের নিমিত্তে "পূর্বাচল পানি সরবরাহ পিপিপি প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রাইভেট পার্টনার হিসেবে United Delcot Water Ltd. প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ০৪টি ফেইজে (১ম ফেইজ ৪০ কি.মি., ২য় ফেইজ ১০০ কি.মি., ৩য় ফেইজ ১০০ কি.মি. ও ৪র্থ ফেইজ ৮০ কি.মি.) ০৪ (চার) বছরে বাস্তবায়ন করবে। এছাড়াও পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের বিভিন্ন সেক্টরে ১৫টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনপূর্বক উক্ত নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ করে পানি সরবরাহ করা হবে।

উল্লেখ্য যে, পূর্বাচল পানি সরবরাহ পিপিপি প্রকল্পের পাইপ লাইন ও গভীর নলকূপ স্থাপন কাজের প্রাইভেট পার্টনার United Delcot Water Ltd. কে গত ৩১/০৫/২০২১ ইং তারিখে Notice to Proceed-1(NTP-1) প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পে Administrative Building and Workshop নির্মাণের জন্য এবং উক্ত প্রকল্পের ফেইজ-১ এর কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের বর্তমান চিত্র

পূর্বাচল পানি সরবরাহ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

পূর্বাচল পানি সরবরাহ প্রকল্পের গভীর নলকূপ স্থাপন কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

চট্টগ্রাম
উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ

"চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রণয়নমূলক কর্তৃপক্ষ, যা ১৯৫৯ সালে চউক অধ্যাদেশ-১৯৫৯ এর আলোকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার মূল লক্ষ্য ছিল চট্টগ্রাম শহর ও এর আওতাধীন এলাকার পরিকল্পিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারনে চট্টগ্রামের উন্নয়ন বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাচীন এই নগরীর নগরায়রনের ক্রমবর্ধমান ধারার প্রতি দৃষ্টি রেখে নগরায়রনের ধারাকে পরিকল্পিত এবং টেকসই করার লক্ষে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) কাজ করে যাচ্ছে।

১. রূপকল্প

পরিকল্পিত, টেকসই ও জনবান্ধব চট্টগ্রাম মহানগরী বাস্তবায়ন।

২. অভিলক্ষ্য

নগরবাসীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে ও পরিকল্পিত নগরায়ণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিকল্পিত নির্মাণ অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নগরবাসীর জন্যএকটি টেকসই, জনবান্ধব ও বাসযোগ্য চট্টগ্রাম মহানগরী বাস্তবায়ন।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চলমান ৭টি জিওবি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৭১৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। পরবর্তী সময়ে উপযোজনের পর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে উক্ত ৭টি জিওবি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২২৮৬.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে চলমান ৭টি জিওবি প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৪০৪.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। পরবর্তী সময়ে উপযোজনের পর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে উক্ত ৭টি জিওবি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৭৬৩.৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চলমান ৭টি জিওবি প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৪৭৭.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

৪. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন

- ২০২০-২১ অর্থবছরে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জিওবি অর্থায়নে চলমান ৭টি প্রকল্প ও নিজস্ব অর্থায়নে চলমান ৪টি প্রকল্প। জিওবি অর্থায়নে চলমান ৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত মোট ২২৮৬.৫৭ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত প্রাপ্ত অর্থ ১৯৬৮.৫২৩৮ কোটি টাকা। জিওবি অর্থায়নে চলমান ৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকৃত প্রাপ্ত অর্থের বিপরীতে অর্জিত সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%। নিজস্ব অর্থায়নে চলমান ৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত মোট ৩০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে অর্জিত সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ১১০.৪৮% ও ভৌত অগ্রগতি ১০০%।
- সোনালী ব্যাংক লি. এর সঙ্গে চউক-এর চুক্তি স্বাক্ষর।
- বিডা এর সঙ্গে চউক-এর ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নির্মাণ অনুমোদন সংক্রান্ত অনলাইন সেবাসমূহের ইন্টিগ্রেশন।
- চউক চেয়ারম্যান মহোদয়ের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ।

৫. ২০২০-২০২১অর্থবছরে অন্যান্য কার্যক্রম

১. স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে উন্নয়ন মেলায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণ (৩১/০৩/২০২১)
২. চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সী-বীচে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) আয়োজিত সিটি আউটার রিং-রোডে সাইকেল লেইন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
৩. চউক চেয়ারম্যান মহোদয় জলবদ্ধতা প্রকল্প কাজের বিভিন্ন সাইট পরিদর্শন (০৮/০৩/২০২১)
৪. চউক কল সেন্টার -১৬১১২-এর শুভ উদ্বোধন।

৬. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হিসেবে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রণয়নপূর্বক ডিপিপি প্রস্তুতকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে :

(ক) জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প :

১. চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড (২য় পর্যায়)।
২. নর্থ সাউথ-১ ও নর্থ সাউথ-২ সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
৩. চট্টগ্রাম মহানগরের মধ্যেস্থিত বঙ্গবন্ধু এভিনিউসহ গুরুত্বপূর্ণ ০৮ (আট)টি অভ্যন্তরীণ সড়কসমূহের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের গুচ্ছ প্রকল্প (চট্টগ্রাম মহানগরের অভ্যন্তরীণ রোড সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের গুচ্ছ প্রকল্প)।
৪. নঢাকা ট্রাংক রোড হতে হাটহাজারী পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
৫. এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটি হতে সিলিমপুর আ/এ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

(খ) নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প :

১. বায়েজিদ হাউজিং প্রকল্পের উন্নয়ন (লুপ রোড সংলগ্ন)
২. ডেভেলপমেন্ট অব ফতেয়াবাদ নিউ টাউনশীপ ইন চট্টগ্রাম।
৩. সী-সাইড বে-ভিউস্মার্ট সিটি ইন চট্টগ্রাম।
৪. বহদ্দারহাট বাস টার্মিনাল শাহ আমানত ব্রিজ এলাকায় স্থানান্তর ও কণ্ডোমিনিয়াম প্রকল্প।
৫. নীলিমা-এ সেটে লাইট টাউনশীপ বিসাইড এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, জালালাবাদ।
৬. আগ্রাবাদ আবাসিক এলাকার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)।
৭. রিং-রোড সংলগ্ন হালিশহর কর্মাশিয়াল এরিয়ার উন্নয়ন।
৮. লুপ রোড সংলগ্ন বায়েজিদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
৯. চট্টগ্রামস্থ পতেঙ্গায় সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন বে-পার্ল নির্মাণ প্রকল্প।

৭. বিগত ১ বছরের সাফল্য

চট্টগ্রাম মহানগরীকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করার জন্য শহররক্ষাকারী বাঁধ হিসেবে পতেঙ্গা সী-বিচ থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত ১৫.২০ কি.মি. দীর্ঘ চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং-রোড ও ফৌজদারহাট থেকে বায়েজিদ পর্যন্ত ৬.০০ কি.মি. দীর্ঘ লুপ রোড নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। সিরাজউদ্দৌলা রোড হতে শাহ আমানত ব্রিজ পর্যন্ত (বাকলিয়া এক্সেস) ১.৫ কি.মি. সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। "চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ্ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ" প্রকল্পের লালখান বাজার হতে শাহ্ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ১৬ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভারের মধ্যে সল্ট গোলা থেকে সী-বিচ পর্যন্ত ৮কি.মি অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৭%। চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট সমস্যা নিরসনে– কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল পর্যন্ত ৮.৫০০ কি.মি. সড়ক কাম বাঁধ নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে, যার সার্বিক অগ্রগতি ৬৬%। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে উক্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ১২টি রেগুলেটরের মধ্যে ৯টি রেগুলেটরের স্ট্রাকচারাল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বাস্তবায়নাধীন চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুন:খনন,সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৬টি খালের ময়লা ও বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। ৩৬টি খালের মধ্যে ১১টি খালের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ১২টি রেগুলেটরের মধ্যে ৯টি রেগুলেটরের স্ট্রাকচারাল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চউক ও সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ৩৬টি খালে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করে এই পর্যন্ত ৩১৮৭টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৭%। চউক-এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "কন্সট্রাকশন অব সিডিএ স্কয়ার এট নাসিরাবাদ, চিটাগাং" প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ১৬৫টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ১৫৪টি ফ্ল্যাট ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১১টি ফ্ল্যাট বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬৯%। "কনস্ট্রাকশন অফ ১০ স্টোরিড এ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স এট দেওয়ানহাট, চিটাগং" প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ৪৫টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ৩টি ফ্ল্যাট ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪২টি ফ্ল্যাট বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯২%।

৮. উন্নয়ন প্রকল্প /চলমান প্রকল্প/প্রস্তাবিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য :

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের হালনাগাদ তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদান করা হয়েছে :

ক্র:ক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মূল কার্যক্রম	মন্তব্য/বাস্তবায়ন অগ্রগতি
জিওবি অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহ :					
১	চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড।	জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২২	২৬৭৫৯৬.০০ (জিওবি ২০৩২৪০.৯২ জাইকা ৬৪৩৫৫.০৮)	চট্টগ্রাম মহানগর রক্ষাকারী বিদ্যমান উপকূলীয় বাঁধের উপর ৪ লেইন বিশিষ্ট ১৫.২০ কি. মি. দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ, বাঁধের বিদ্যমান উচ্চতা ২০-২৩ ফুট হতে ৩০-৩৩ ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধিকরণ ও ২.১৫ কি. মি. (ফিডার রোড ১-১.২০ কিলোমিটার ও ফিডার রোড ৩– ০.৯৫ কি.মি. ফ্লাইওভার নির্মাণ) দীর্ঘ ও ৬০ ফুট প্রশস্থ বিশিষ্ট ২টি ফিডার রোড নির্মাণ, ৩টি ইন্টার চেইঞ্জ ব্রিজ নির্মাণ, ৯টি রাউণ্ড অ্যাবাউট নির্মাণ, ৫.৫০০ কি.মি. Wave Deflected Wall নির্মাণ, C.C. Block নির্মাণ।	• বর্তমানে ঠিকাদার কর্তৃক কোস্টাল/রিং রোডের ১৫.২০ কি.মি. রোডের পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে মূল সড়কটি যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সাগরিকা ক্রিকেট স্টেডিয়াম সংলগ্ন রিং রোড সংযোগ সড়কে নির্মিতব্য ফ্লাইওভারের ৯৭.৫% সাবস্ট্রাকচার এবং ৭৮.২% সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ফিডার রোড-০১ এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। • প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারের ভেরিয়েশন প্রস্তাবটি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • রিং রোড প্রকল্পের সাথে সিইপিজেড-এর সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগের ক্রয় সংক্রান্ত প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়েছে এবং ঠিকাদারকে NOA প্রদান করা হয়েছে। • "কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ প্রকল্প", "চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড প্রকল্প" এবং "চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের নির্মাণ" প্রকল্পের মিলিত স্থলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের নির্দেশক্রমে জংশন উন্নয়ন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের চতুর্থ সংশোধিত ডিপিপির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের উপর গত ০১/০৬/২০২২ তারিখে ব্যয় যৌক্তিকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যয় যৌক্তিকরণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। • প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.২৬% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫.৩০%
২	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর বহিঃসীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণসহ ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	অক্টোবর ২০১৩ হতে জুন ২০২৩	৩৫৩০৪.৩১ (জিওবি ৩২০০৩.৭৮ নিজস্ব অর্থায়ন ৩৩০০.৫৩) ২য় সংশোধিত	৬ কি.মি. ৪ লেনবিশিষ্ট রাস্তা নির্মাণ, ৩৬৮৫ বর্গমিটার ১টি রেল ওভার ব্রীজ, ৫টি সিঙ্গেল স্প্যান ব্রীজ (২৭৩৬ বর্গমিটার) নির্মাণ, ২০০ রানিং মিটার রিটেইনিং ওয়াল, ৪টি কালভার্ট নির্মাণ ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন, ৬৮৩০ রানিং মিটার ড্রেন নির্মাণ।	• প্রকল্পের আওতায় ০৮টি কালভার্ট নির্মাণ, ৬টি ব্রীজ নির্মাণ, ১০০০০ মি. ড্রেন নির্মাণ এবং ৫.৫০কি. মি. পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ১টি রেলওভার পাস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। • পাহাড় কর্তনের বিষয়ে সরকারি অনুমোদন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র থাকার পরও চউক'কে ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে। • প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৭/০৭/২০২২ তারিখে অনুমোদিত হয়। বর্তমানে বর্ধিত কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য দরপত্র আহবান করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.৯২% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৪%।

৩	সিরাজউদ্দৌলা রোড হতে শাহ আমানত ব্রিজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩	২২০৭১.৮১ (২য় সংশোধিত)	চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম সড়ক সিরাজউদ্দৌলা রোড হতে এশিয়ান হাইওয়ে খ্যাত শাহ আমানত সেতু সংযোগ সড়কের সাথে একটি সংযোগ সড়ক তৈরির লক্ষ্যে ১.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৮.৩০ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট রাস্তা নির্মাণ।	• আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১.২ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ এবং ব্রীজ সমূহের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০০ মি. রাস্তার পরিবর্তিত এ্যালাইনমেন্টসহ প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি বিগত ১৭/০৪/২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে। • প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৩৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৯০%।
৪	কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ।	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত অক্টোবর ২০১৩ হতে জুন ২০২৩	২৩১০২৪.২০	৮.৫০০ কি.মি. দীর্ঘ, বর্তমান আর.এল ৪.০০ মিটার হতে ৯.৪০ মিটার (কম/বেশি) উচ্চতা বিশিষ্ট ও ২৪.৫০ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট শহর রক্ষাকারী বাঁধ কাম রাস্তা নির্মাণ, ভূমি অধিগ্রহণ (রোড)-৬৯.৫০ হেক্টর, রেগুলেটর নির্মাণ-১২টি, পাম্প হাউস নির্মাণ-১২টি, পানির পাম্প সরবরাহ এবং স্থাপন- ১২টি (১ ঘনমিটার প্রতিটি), জেনারেটর সরবরাহকরণ এবং স্থাপন-১২টি, স্লোপ প্রোটেকশান (C. C. Block)- ২১২৫০০ বর্গমিটার।	• চউক কর্তৃক জমি ক্রয়ের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জমি মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান চলমান রয়েছে। বর্তমানে ১০টি রেগুলেটর/স্লুইস গেইট এবং বাঁধের মাটি ভরাটের কাজ চলমান আছে। • প্রকল্পের প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ১০/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০.০৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৬৬%।
৫	চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ্ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ।	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২ প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত জুলাই-২০১৭ হতে জুন-২০২৪ পর্যন্ত	৩২৫০৮৩.৯৪	চট্টগ্রাম শহরের শিল্পাঞ্চল (ফৌজদারহাট শিল্পাঞ্চল, নাসিরাবাদ শিল্পাঞ্চল ও কালুরঘাট শিল্পাঞ্চল) ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ্ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬.৫০ কি. মি. দৈর্ঘ্য ও ১৬.৫ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ।	• প্রকল্পের লালখান বাজার হতে শাহ্ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ১৬ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভারের মধ্যে সল্টগোলা থেকে সী-বিচ পর্যন্ত ৮কি.মি. অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। সল্টগোলা থেকে লালখান বাজার পর্যন্ত অবশিষ্ট ৮কি.মি দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। কিন্তু উক্ত অংশের কিছু জায়গায় চট্টগ্রাম ওয়াসার ভূ-গর্ভস্থ পানির পাইপ লাইনসমূহ স্থানান্তরের কাজ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে সম্মতি প্রাপ্তির বিষয়টি বিলম্বিত হওয়ায় প্রায় ২ কি.মি. অংশে ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শুর করা যাচ্ছে না। • প্রকল্পের প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ১০/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে অর্থবিভাগ থেকে সম্মতি পাওয়া গেছে। তদানুযায়ী ১ম সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে আলাপক্রমে প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, পুনরায় ১ম সংশোধিত ডিপিপি'টি পুনর্গঠন করে স্মারক নং:

					২৫.৪৭. ১৫০০.০৪৬.১৪.০৪৬.২২/৭৯০, তারিখ : ২৬/ ০৬/২০২২ মূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে উক্ত পুনর্গঠিত ডিপিপি স্মারক নং-২৫.০৩০.০১৪.০১.০০. ০০৭.২০১৩ (অংশ-২)/১৭৯, তারিখ-০৬/০৭ /২০২২ মূলে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ● প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭১.১৩% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৫%।
৬	চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুন:খনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন।	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত : (জুলাই, ২০১৭-ডিসেম্বর, ২০২৩)	৫৬১৬৪৯.৯০	চট্টগ্রাম শহররে জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে প্রাথমিক পর্যায়ের আওতায় কর্ণফুলী নদীর সাথে সংযোগ যুক্ত ১৬টি খাল এবং এসব খালে সংযুক্ত আরো ২০টি খালসহ মোট ৩৬টি খালের পরিকল্পিত পুনঃখনন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা হবে। খালের প্রশস্ততা রক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ খালসমূহের পাড় ঘেঁষে ৮৫.৬৮ কি.মি. সড়ক নির্মাণ করা হবে, যা খাল পরিষ্কারের কাজে ভূমিকা রাখা ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পের আওতায় খালের ফ্রি-ওয়াটার বোর্ড নিশ্চিত করার জন্য ৪৮টি পিসি গার্ডার ব্রিজ ও ৬টি কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ৫টি টাইডাল রেগুলেটর, ৪২টি সিল্টট্রাপ ও ৩টি বন্যা সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ করা হবে।	● প্রকল্পের আওতায় ৩৬টি খালে প্রাথমিকভাবে খালের ময়লা কাঁদা ও মাটি অপসারণ করা হয়েছে। ৩৬টি খালে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৩১৭৯টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। ● ২৮টি খালের পাড়ে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ চলমান এবং ইতোমধ্যে প্রায় ৯০ কি.মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২০ কি.মি. রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ চলমান। রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৬২%। ● প্রকল্পের আওতায় ৫৪টি ব্রিজ/কালভার্ট-এর মধ্যে ৫৪টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। অল্প কয়েকটির এপ্রোচ নির্মাণ কাজ চলমান। ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৯৮%। ● প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মহেশ খালসহ ৫টি রেগুলেটর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। কেবলমাত্র গেইট ও পাম্প স্থাপনের কাজ বাকি রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৯০%। ● পানি সরবরাহ বাঁধা মুক্ত করার জন্য ১০.০৭ কি.মি. নতুন ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ১০০%। ১৫.৫ কি.মি. রোড সাইড ড্রেইন নির্মাণ করা হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ১০০%। ৪২টি সিল্ট ট্র্যাপের মধ্যে ১৭টির নির্মাণ কাজ চলমান। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় অবশিষ্ট সিল্ট ট্র্যাপসমূহের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। খালের পাড়ে ৫ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮কি.মি. রাস্তার কাজ চলমান। ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় অবশিষ্ট রাস্তার কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। ● ২১টি খালের জন্য ৭টি ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামের দপ্তরে জমা করা হয়। জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাবে কিছু সংশোধনী প্রদান করা হয়। এর আলোকে ১১টি খালের ৪টি ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব সংশোধনপূর্বক জেলা প্রশাসকের দপ্তরে পুনঃদাখিল করা হয়েছে। অবশিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবসমূহের সংশোধন কাজ চলমান রয়েছে। ● প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮.৭৭% ও ভৌত অগ্রগতি ৭৭%।

৭	প্রিপারেশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টার প্ল্যান (২০২০-২০৪১)।	ফেব্রুয়ারি, ২০২০ হতে এপ্রিল, ২০২২ প্রস্তাবিত সংশোধিত : (ফেব্রুয়ারি, ২০২০- জুন, ২০২৪)	৩৩৩২.৮৮	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর আওতাধীন এলাকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন।	• বিগত ১৬/০৬/২০২২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, এমপি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত মেয়র জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১১ আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য জনাব এম. আবদুল লতিফ, এমপি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় অতিরিক্ত সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দীন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহানসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন কার্যনির্বাহী প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিদের উপস্থিতিতে চলমান মাষ্টার প্ল্যান প্রকল্পের প্রাথমিক প্রতিবেদন উপস্থাপনা, প্রকল্পের সামগ্রিক বিষয়ের মতবিনিময় সভা এবং TMC কমিটির মেম্বারদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। • MASW, SPT Bonehole Ges PS Logging-এর মাধ্যমে ভূতাত্ত্বিক ডাটা সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • datex-Triller-EGS JV পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চউক-এর আওতাভুক্ত এলাকায় UAV/ড্রোন সার্ভের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • প্রকল্পের ট্রান্সপোর্টেশন এবং এনভাইরনমেন্ট সার্ভে কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্ত ইতোমধ্যে সার্ভে লোকেশন নির্ধারণপূর্বক নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে সার্ভের কাজ চলমান রয়েছে। • ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম কিস্তি অবমুক্তিকরণের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। • প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০.১৮% ও ভৌত অগ্রগতি ২০%।
নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্পসমূহ					
৮	কন্সট্রাকশন অব সিডিএ স্কয়ার এট নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম	জানু, ২০১২ হতে জুন, ২০২৩	১৬৭৪৮.০১	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত বায়েজিদ থানাধীন নাসিরাবাদ এলাকায় প্রায় ৬২ কাঠা জমির উপরে তিনটি ভবনে ১৮৪টি গাড়ি পার্কিং এবং আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ ১৬৫টি ফ্ল্যাট নির্মাণ।	• আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ০৩ (তিন)টি ভবনের সবগুলো ফ্লোরের ছাদ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ভবনের অভ্যন্তরীণ কাজসমূহ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ১৬৫টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ১৫৪টি ফ্ল্যাট ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১১টি ফ্ল্যাট বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.৮৪% ভৌত অগ্রগতি ৬৯%।
৯	কনস্ট্রাকশন অফ ১০ স্টোরিড এ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স এট দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম	মে, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২২	২৬০২.০৮	চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানহাট এলাকায় আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১২ তলা বিশিষ্ট ০১টি ভবনে মোট ৫০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ।	• প্রকল্পের আওতায় ১০ তলা ভবনের পাইলিং, বেইজমেন্ট ও সকল ফ্লোরের ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের অভ্যন্তরীণ কাজসমূহ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ৪৫টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ৩টি ফ্ল্যাট ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪২টি ফ্ল্যাট বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.৮০% ভৌত অগ্রগতি ৯২%।

১০	অনন্যা আবাসিক এলাকার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১	২৮৩২৯৭.৭৪	পরিকল্পিত আবাসিক এলাকার উন্নয়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরীর ক্রমবর্ধমান আবাসনের চাহিদা ও অভাবপূরণের লক্ষ্যে ৪১৮.৭৩ একর জমিতে ২৮২৫টি আবাসিকপ্লট এবং ১১০টি বাণিজ্যিক প্লট নির্মাণ।	• চট্টগ্রাম শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিকল্পিত আবাসনের চাহিদা পূরণের জন্য চউক কর্তৃক অনন্যা আবাসিক এলাকার উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়, যা বিগত ৩১.১.২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। তদানুযায়ী গত ১২/০৭/২০১৭ তারিখে প্রস্তাবিত ভূমির সরজমিনে সম্ভাব্যতা যাচাই সমাপ্তান্তে ০৩/০৮/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনন্যা আবাসিক এলাকার উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য হাটহাজারী উপজেলার বাথুয়া, কুয়াইশ, বুড়িশ্চর ও শিকারপুর মৌজার ৩৭০.০২ একর (কম/ বেশি) জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে উক্ত অধিগ্রহণের বিপরীতে গত ২১/০৯/ ২০১৭ তারিখে এল, এ মামলা নং ১০/২০১৭-২০১৮ রুজু হয় এবং ২১/০৯/২০১৭ তারিখে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭-এর গেজেট প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত গেজেটে ভূমি ক্ষতিপূরণ ১.৫ গুণ হতে বৃদ্ধি করে ৩ গুণ করা হয়। ফলে জমি অধিগ্রহণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রকল্পের কাজ স্থবির হয়ে পড়ে। • আলোচ্য প্রকল্পের উপর গত ১৫/০৬/২০২১ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত PSC সভায় প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করে মতামতসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত মতে পরামর্শক নিয়োগ করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ করা হচ্ছে। পরামর্শক কর্তৃক খসড়া সম্ভাব্যতা রির্পোট দাখিল করা হয়েছে, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে চূড়ান্ত করার পর্যায়ে রয়েছে। • প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.১৫%।

৯. প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য

১০. প্রশাসনিক কার্যক্রম

১. নাগরিক সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে চউক-এর কল সেন্টার উদ্বোধন।
২. দাপ্তরিক কার্যক্রম সুচারুরুপে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি।
৩. চউক-এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (চলমান প্রকল্প)

জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (চলমান প্রকল্প)

কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল নির্মাণ প্রকল্প (চলমান প্রকল্প)

লুপ রোড (চলমান প্রকল্প)

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিত নগরায়ন ও আধুনিক খুলনা গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ১৯৬১ সালের ২১ জানুয়ারি এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি জন্মের সূচনালগ্ন থেকেই কেডিএ অর্ডিন্যান্স ১৯৬১-এর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠানটি নগর পরিকল্পনা, উন্নয়নে অংশগ্রহণ এবং অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

নগর পরিকল্পনার পাশাপাশি আধুনিক ও পরিকল্পিত খুলনা শহর বিনির্মাণে কেডিএ'র রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আবাসন সমস্যার সমাধান, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, যানজট নিরসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতরকরণ ইত্যাদি নাগরিক সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে খুউক উলেখযোগ্য সংখ্যক পরিকল্পিত আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার উন্নয়ন, সড়ক নির্মাণ, মার্কেট নির্মাণ, বাসটার্মিনাল নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, শিশুপার্ক নির্মাণ ইত্যাদি ৫০টির ও বেশি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। ফলে খুলনা মাস্টার প্ল্যান এলাকায় নগরায়নের নুতন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। কেডিএ আইন ২০১৮-এর আলোকে কেডিএর সুযোগ্য চেয়ারম্যান, বোর্ড সদস্যবৃন্দ এবং ১০টি শাখার অধিনে ২৫৯ জন জনবল নিয়ে কেডিএ তার আওতাধীন ৮২৪ বর্গ কি.মি. (নওয়াপাড়া হতে মংলা পর্যন্ত) এলাকার জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

১. রূপকল্প :

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকায় পরিকল্পিত নগরায়ণ।

২. অভিলক্ষ্য :

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমূখী বাণিজ্যিক ও শিল্পায়ন সমৃদ্ধ পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ নাগরিক সুবিধা সংবলিত পরিকল্পিত সমন্বয়ক এর ভূমিকা পালনের পাশাপাশি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	সংস্থার নাম	প্রকল্পসমূহ	অর্থায়নের ধরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ
০১	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন	জিওবি	২৫৯২১.০৮	১০০০.০০ (স্ব-অর্থ ৩.০০)
০২		সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	জিওবি	৩৯৪৬৬.৯৪	২৫০০.০০
০৩		আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন	স্ব-অর্থ	২৬৯৪০.০০	১০০০.০০
০৪		কেডিএ নিউমার্কেটের সন্নিকটে বিপণী বিতান নির্মাণ	স্ব-অর্থ	৯৮২৮.৫৬	৮০.০০

৪. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অর্জন

ক) খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে 'আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন' প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

খ) ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭৩৫টি নকশা অনুমোদন করা হয়েছে।

গ) খুলনা নগরীর অধিবাসীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কেডিএ পর্যায়ক্রমে কাজ করে যাচ্ছে; তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১–২২ অর্থবছরে ময়ূরী আবাসিক এলাকায় ১৫টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এতে করে আবাসিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কেডিএ'র ১১,৫১,০২,২৮৭/-(এগার কোটি একান্ন লক্ষ দুই হাজার দুইশত সাতাশি) টাকা আদায় হয়েছে।

ঘ) কেডিএ'র বৈষয়িক শাখার অধীন বিভিন্ন মার্কেট ও কেডিএ আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মার্কেট ও বাস টার্মিনাল হতে কেডিএ'র প্রায় ২,৬৯,৮৮,২১৭/-(দুই কোটি ঊনসত্তর লক্ষ আটাশি হাজার দুইশত সতেরো) টাকা আদায় হয়েছে। ঙ) খুলনা শহরকে যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যে খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে বিভিন্ন গন্তব্যের গাড়ি ছাড়ার পরিবর্তে কেডিএ আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল হতে ছাড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে খুলনা শহরকে দুর্ঘটনা ও যানজট মুক্ত করার জন্য কেডিএ অব্যহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

চ) কেডিএ'র বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ১৮২টি আবাসিক, ৬৫টি বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ও ১২টি শিল্প প্লট হেবা/হস্তান্তর করে ১২,৪৪,৭২,২১৩/-(বার কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুইশত তের) টাকা আদায় হয়েছে।

ছ) কেডিএ'র মিনি কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া প্রদান করে ১১,৬৫,০০০/-(এগারো লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকা আদায় হয়েছে।

জ) কেডিএ'র বিজয় গাঁথা কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া প্রদান করে ৪,০০,০০০/-(চার লক্ষ) টাকা আদায় হয়েছে।

ঝ) কেডিএ মুজগুন্নি শিশু পার্কের সামনে ৪২টি দোকানসমূহের ভাড়া বাবদ ২,৭০,০০০/-(দুইলক্ষ সত্তর হাজার) টাকা আদায় হয়েছে।

ঞ) কেডিএ'র বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত আবাসিক, বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ও শিল্প প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে ৩০১ জন বরাদ্দগ্রহীতাকে সরেজমিনে জমির দখল প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ট) কেডিএ'র বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত আবাসিক, বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ও শিল্প প্লটের বরাদ্দগ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে ৫০১ জন বরাদ্দগ্রহীতাকে রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে লীজ/হস্তান্তর/ফ্ল্যাটের দলিল সম্পন্নের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ঠ) কেডিএ'র বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত আবাসিক, বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ও শিল্প প্লটের বরাদ্দগ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে ৫৩৫ জন বরাদ্দগ্রহীতাকে আর এস রেকর্ডে নামপত্তন করার জন্য ইনফরমেশন স্লিপ প্রদান করে সেবা প্রদানসহ কেডিএ খাতে ৩৭,৩৫,৪২৫/-(সাইত্রিশ লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা আদায় হয়েছে।

ড) কেডিএ'র বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত আবাসিক, বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ও শিল্প প্লটের বরাদ্দগ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে ১০৬ জন বরাদ্দগ্রহীতাকে এইচ বি এফ সি/বিভিন্ন ব্যাংক থেকে লোন নেয়ার জন্য এনওসি প্রদান করে সেবাপ্রদানসহ কেডিএ খাতে ৬,২৬,০০০/-(ছয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার) টাকা আদায় হয়েছে।

ঢ) কেডিএ'র বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত আবাসিক, বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ও শিল্প প্লটের বরাদ্দগ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে ৭০ জন বরাদ্দগ্রহীতাকে ওয়ারেশ কায়েম প্রদান করে সেবা প্রদানসহ কেডিএ খাতে ৪,৮৮,৪২৫/-(চার লক্ষ আটাশি হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা আদায় হয়েছে।

ণ) কেডিএ'র বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত আবাসিক, বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ও শিল্প প্লটের বরাদ্দগ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে ২৮ জন বরাদ্দগ্রহীতাকে হেবা হস্তান্তর অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ত) কেডিএ'র বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত আবাসিক, বাণিজ্যিক-কাম করা হয়েছে। আবাসিক ও শিল্প প্লটের বরাদ্দগ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে ২৩১ জন বরাদ্দগ্রহীতাকে হস্তান্তর অনুমতি প্রদান করে সেবা প্রদান।

৫. ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অন্যান্য কার্যক্রম

কর্তৃপক্ষের অনলাইনে ইমারত নির্মাণ নকশা অনুমোদনের (Customized Development, Implementation Maintenance and Support for Online Construction Permit Automation) সফটওয়্যার তৈরির কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

৬. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ :

ক্র. নং	প্রকল্পসমূহ	অর্থায়নের ধরন	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
০১	শেখ রাসেল সিভিক সেন্টার নির্মাণ। (জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪)	জিওবি	১৪১৮০.৪৮	প্রকল্পের সর্বশেষ পিইসি সভা গত ০৮/১২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৭/০২/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থায়নের প্রকৃতি এবং জনবলের সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত পত্র মন্ত্রণালয় হতে গত ০৮/০৫/২০২২ তারিখে অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে সে মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
০২	বিদ্যমান খুলনা ড্যাপ এরিয়ার বাইরের এলাকার স্ট্রাকচার প্লান, মাস্টার প্লান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান প্রণয়ন। (জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৪)	জিওবি	২৮৯৫.৫১	প্রকল্পের যাচাই বাছাই কমিটির সভা ১৭/১০/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে জনবল কমিটির সুপারিশ গ্রহণের নিমিত্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। অর্থমন্ত্রণালয়ের পত্রের প্রেক্ষিতে গত ০৬/০৩/২০২২ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটি সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়নের অনুরোধসহ প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে মতামত দিয়েছে। ১০.০০ কোটি টাকার প্রকল্প করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা শেষে অতিদ্রুত পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
০৩	ফুলবাড়ী রেলক্রসিং এ ওভার পাস নির্মাণ (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪)	জিওবি	৩০৬৩৬.৮০	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ৩০/১১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে ওভারপাস এর হাইট'স এর প্রত্যয়ন পাওয়া গেছে। প্রকল্পের যাচাই সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম চলছে।
০৪	খুলনা সিটি আউটার বাইপাস সড়ক নির্মাণ (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	জিওবি	২৩২৫৬৯.৩৩	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি কাজ শেষ হয়েছে। গত ২৬/০৯/২০২১ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হচ্ছে।
০৫	এম এ বারী সড়ক হতে ময়ূর ব্রিজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক পুনঃনির্মাণ	জিওবি	২৪৯৯.২৩	২২/০৫/২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৮/০৬/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৬	কেডিএ অফিস ভবন সম্প্রসারণ। (জানুয়ারি ২২ হতে জুন '২৩)	স্ব-অর্থ	৪০০.৬৪	প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের লিকুইডিটি সার্টিফিকেট অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রদান করা হয়েছে। গত ১৩/১২/২০২১ তারিখে প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ চলছে।
০৭	কেডিএ আন্তঃজেলা বাসটার্মিনাল এর অভ্যন্তরে অধিকতর উন্নয়ন। (জুলাই ২২ হতে ডিসেম্বর '২৩)	স্ব-অর্থ	৭৬২.২৩	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ০৮/০৬/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের লিকুইডিটি সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য ৩১/০৭/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ (পরিকল্পনাধীন) প্রকল্পসমূহ

ক্র. নং	প্রকল্পসমূহ	অর্থায়নের ধরন	মন্তব্য
০১	ময়ূরী-২ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন	স্ব-অর্থ	প্রকল্পগুলোর সম্ভব্যতা যাচাই কাজ চলছে।
০২	নিরালা-২ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন	স্ব-অর্থ	
০৩	কেডিএ রেস্ট হাউজ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	স্ব-অর্থ	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলছে।
০৪	ময়ূরী নদীর পাশে পার্ক উন্নয়ন	জিওবি	প্রকল্পগুলোর সম্ভব্যতা যাচাই কাজ চলছে।
০৫	নওয়াপাড়া বাইপাস সড়ক নির্মাণ	জিওবি	
০৬	বঙ্গবন্ধু স্কয়ার নির্মাণ	জিওবি	
০৭	রূপসা নদীর তীরে সড়ক এবং বিনোদন কেন্দ্র উন্নয়ন	জিওবি	
০৮	বয়রা প্রধান সড়ক ৮০' এ উন্নীতকরণ	জিওবি	
০৯	ময়ূর নদী হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত ১০০' এ উন্নীতকরণ যোগাযোগ সড়ক নির্মাণ	জিওবি	
১০	শেরে বাংলা রোড হতে সিটি বাইপাস পর্যন্ত ১০০' প্রশস্ত যোগাযোগ সড়ক।	জিওবি	

৭. বিগত ১ বছরের সাফল্য

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে বিগত ১ বছরে 'আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন' প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

৮. উন্নয়ন প্রকল্প/চলমান প্রকল্প/ প্রস্তাবিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	সংস্থার নাম	প্রকল্পসমূহ	অর্থায়নের ধরন	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের ব্যয়	(বরাদ্দের %) মন্তব্য
১	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন	জিওবি	২৫৯২১.০৮	১০০০.০০ (স্ব-অর্থ ৩.০০)	১০০০.০০ (১০০%) ১.২৪ (স্ব-অর্থ)	গত ০১/১২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সিসিজিপির সভায় প্রকল্পের নির্মাণ কাজ অনুমোদিত হয়েছে। ১১/০১/২০২২ তারিখে নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ১২/০১/২০২২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ০৭/০৩/২০২২ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা ও ১০/০৩/২০২২ তারিখে প্রকল্পের পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিএসসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

২।		সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ	জিওবি	২৪৯০.০০	৩৯৪৬৬.৯৪	২৫০০.০০ (৯৯.৬%)	প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ০৩টি লিংক রোডের মধ্যে ০১টি লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ১১.৮৪ একর জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিএলএসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে যার যৌথ তদন্তের কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত লিংক রোডের অবশিষ্ট ০.৭২৪ একর জমি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ৭ ধারার নোটিশ জারী করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনে অন্য ২টি লিংক রোডের ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ৪ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। উক্ত লিংক রোড ২টির যৌথ সার্ভে কাজ চলছে।
৩।		আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন	স্ব-অর্থ	২৬৯৪০.০০	১০০০.০০	৮৯৯.৮৭(৯০%)	প্রকল্পের কাজ জুন ২০২২ এ সমাপ্ত সমাপ্ত হয়েছে।
৪।		কেডিএ নিউ মার্কেটের সন্নিকটে বিপনী বিতান নির্মাণ	স্ব-অর্থ	৯৮২৮.৫৬	৮০.০০	৮০.০০ (১০০%)	প্রকল্পের পরামর্শক কর্তৃক ডিজাইন কাজ চলছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Inception I Interim Report গ্রহণ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Draft Final Report জমা দিয়েছে।

৯. প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য

"খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চাকরি প্রবিধানমালা-২০২২" ও নিয়োগ তফশিল প্রণয়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধিমালা পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটির সভা সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০. প্রশাসনিক কার্যক্রম

১০.১ কর্মকর্তা / কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	
অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	৪৬৪	১৯৮	২৬৬২৬৬	-	-
মোট	৪৬৪	১৯৮		-	

- অনুমোদিত পদের হ্রাস/ বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১০.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
-	-	৪৭	২৪	১৪৫	৫০	২৬৬

১০.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Strategic)

পদ (অতিরিক্ত সচিব/ সমপদ মর্যাদা সম্পন্ন/ সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা : নেই।

১০.৪ শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোনো সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা

নেই।

১০.৫ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
-	-

১০.৬ নিয়োগ/ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	-	০৪	-	০৪	সরকার কর্তৃক ০৪ জন সার্বক্ষণিক সদস্য নিয়োগ প্রদান।

১০.৭ ভ্রমণ/ পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/ পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/ উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এসিস্ট্যান্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	-	-	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-

১০.৮ ভ্রমণ/ পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/ পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/ উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এসিস্ট্যান্ট	সচিব	মন্তব্য
-	-	-	-	-

১০.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা

নেই।

১১. প্রাসঙ্গিক ছবি

কেডিএ বাস্তবায়িত আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের সম্মুখ অংশের চিত্র।

খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান কাজের চিত্র।

রাজশাহী
উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ

রাজশাহী শহর পদ্মা নদীর উত্তর উপকূলে অবস্থিত। জনসংখ্য প্রায় ৬ লক্ষ। ১৮২৫ সালে জেলা সদর প্রতিষ্ঠিত হয় এ শহরে এবং ১৯৪৭ সালে বিভাগীয় সদর প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে ১৮৭৬ সালে রাজশাহী পৌরসভা গঠিত হয় এবং ১৯৮৭ সালে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয়। সময়ের সাথে সাথে এই শহরে গড়ে ওঠে মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যান্টনমেন্ট, বিজিবি সেক্টর সদর দপ্তর, বিমানবন্দর, রেডিও বাংলাদেশ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে শহরের গুরুত্ব অনেকাংশে বেড়ে যায় এবং অনেকটা অপিরকল্পিতভাবে এই নগরী গড়ে উঠতে থাকে। পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ৭৮ নং অধ্যাদেশ বলে রাজশাহী শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত (২০১৮ সনের ০৩ নং আইন বলে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত) হয়। মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী নগরের পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়।

১. রূপকল্প:

টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপদ ও উন্নত রাজশাহী নগরী বিনির্মাণ।

২. অভিলক্ষ্য:

যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদনসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি বিবেচনায় রেখে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বসাধারণের বাসযোগ্য নগরী বিনির্মাণ।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি:

ক) প্রকল্পের নাম : নাটোর রোড (রুয়েট) হতে বাইপাস রোড পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।

কাজের বিবরণ : এই প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের রুয়েটের পূর্ব-দক্ষিণ কর্ণার হতে রাজশাহী মহানগরীর মেহেরচন্ডী, চকপাড়া ও খড়খড়িয়া অতিক্রম করে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত চার লেন বিশিষ্ট ৫.০০ কিমি: বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং ৯৪১০.০০ মি: আরসিসি ড্রেন, ৯ টি আরসিসি কালভার্ট, ১টি ৮০৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ০৪(চার) লেন Overpass নির্মাণ এবং ১০.০০ কিলোমিটার পানি সরবরাহ লাইন, ১০.০০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, ১০.০০ কিলোমিটার গ্যাস সরবরাহ লাইন ও ১০.০০ কিলোমিটার টিএন্ডটি লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্প ব্যয় : ২০৬৬৩.৬৪ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মেয়াদ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০২২ খ্রি.

ওভারপাস নির্মাণের স্থির চিত্র

ডিভাইডারসহ রাস্তা নির্মাণের স্থির চিত্র

খ) প্রকল্পের নাম : তালাইমারী চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণ।

কাজের বিবরণ : রাজশাহী মহানগরীর প্রবেশ দ্বার তালাইমারী চত্বরে ১.৪১৭৫ একর জমির উপর ৬৩৬৮.৬৭ বর্গমিটার স্কয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। এ স্কয়ারের মধ্যে ২৫৫৯.১০ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বেজমেন্টের মধ্যে গাড়ি পার্কিং, এম্পিথিয়েটার, আর্ট গ্যালারি, এবং জলধারা বেষ্টিত বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য স্থাপন করা হবে। ৬৩৩২.৭১ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট গ্রাউন্ড ফ্লোরে আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, লাইটিং,

ডিজিটাল স্ক্রিন সম্বলিত স্থায়ী আর্ট গ্যালারি এবং মিউজিয়াম থাকবে। তাছাড়া ১৫৭৬.৮৬ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ফার্স্ট ফ্লোরে আধুনিক রেস্টুরেন্ট, দৃষ্টি নন্দন ল্যান্ডস্কেপ, উন্মুক্ত স্থানে বসা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে প্রকল্পের স্কয়ার নির্মাণের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের স্ট্রাকচারাল কাজ শেষ পর্যায়ে।

স্কয়ার নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত ডিজাইন ব্যাপক পরিবর্তনে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ১ম সংশোধনী ডিপিপি'র উপর ব্যয় যৌক্তিকীকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যয় যৌক্তিকীকরণ কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৫৩৫.৬৩ লক্ষ টাকা। দাখিলকৃত প্রস্তাবিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপিপি পূর্নগঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে গত ২৬/০৭/২০২২ তারিখে প্রস্তাবিত ১ম সংশোধনী ডিপিপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ১ম সংশোধনী ডিপিপির উপর পিইসি মিটিং দেয়ার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

প্রকল্প ব্যয় : ৫৯২৮.০৭ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মেয়াদ : নভেম্বর, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি. জুন,২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: ৪২৬৫.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের অগ্রগতি: ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ৭১.৯৪%

ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি ৭৪.৫০%

বঙ্গবন্ধু স্কয়ার এর থ্রি-ডি চিত্র

বঙ্গবন্ধু স্কয়ার ভবন নির্মাণের স্থির চিত্র

গ) প্রকল্পের নাম : শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী পার্কের সৌন্দর্য বর্ধন ও আধুনিকায়ন এবং পারিজাত লেক উন্নয়ন।

কাজের বিবরণ : প্রকল্পটি ১২.৫৬ একর জমির উপর নির্মিত হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে বাউন্ডারি ওয়াল এবং প্রবেশ গেট নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তাসহ আরসিসি ড্রেন, ফুটপাথসহ পার্কিং এলাকা এবং বর্হিপ্লাজা, রিটেইনিং ওয়াল, এ্যাম্পিথিয়েটার, শিশুদের খেলার সেড নির্মাণ এবং ট্রেন লাইনসহ ট্রেন, জলধারার উপর স্টিল ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রকল্প ব্যয় : ৪৭৯৯.৮৬ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ হতে জুন' ২০২২ খ্রি. (প্রস্তাবিত জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী পার্কের বাস্তব নির্মাণ কাজের স্থির চিত্র

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী পার্কের বাস্তব নির্মাণ কাজের স্থির চিত্র

ঘ) প্রকল্পের নাম : প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন।

কাজের বিবরণ : প্রকল্পের আওতায় ২০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ এবং উক্ত জমিতে ২১৯টি আবাসিক প্লট এবং ১৫টি বাণিজ্যিক প্লট সৃজন, ১টি মার্কেট নির্মাণ, ১টি খেলার মাঠ এবং ০১টি মসজিদ ও জলাশয় উন্নয়ন, আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ, বিটুমিনাস কার্পেটিং রোড নির্মাণ, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ এবং পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন ও বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন করা হচ্ছে।

প্রকল্প ব্যয় : ৯৩৫০.৯৮ লক্ষ টাকা (২য় সংশোধন)

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি.

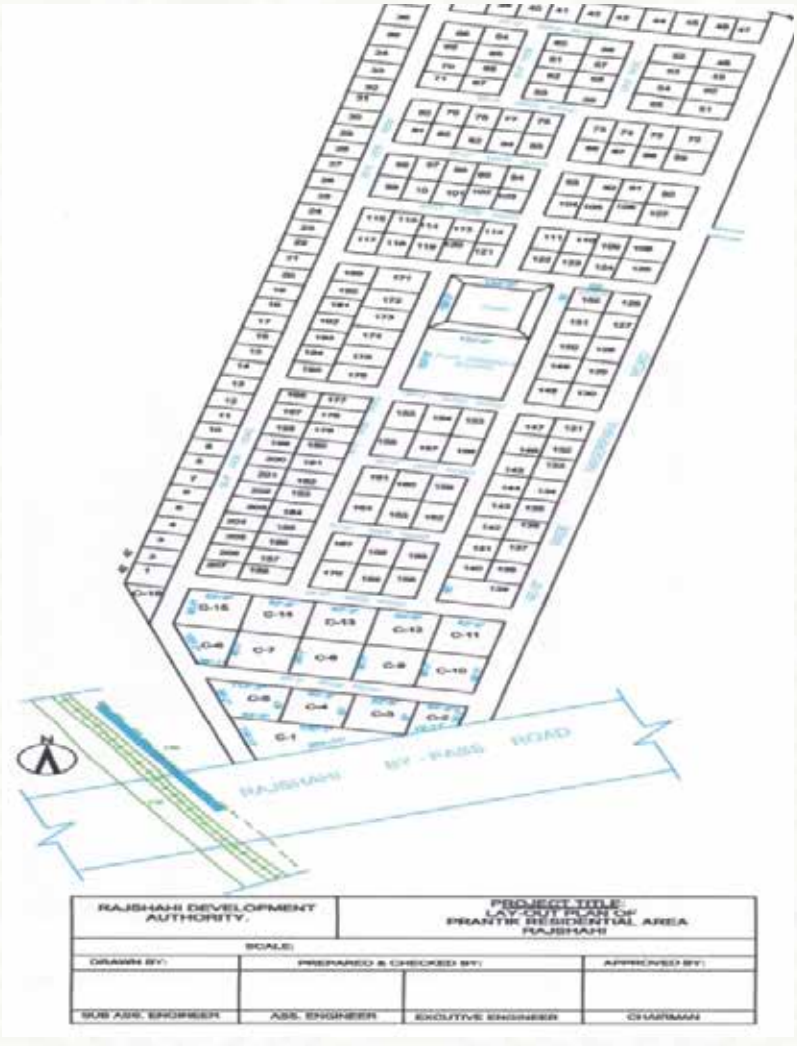

৪. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অর্জন:

১। রাজশাহী মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (২০০৪-২০২২) (এস.আর.ও. নং ১৭৭-আইন/২০০৫) অনুসারে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৮০৬ টি ভূমির ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করার মাধ্যমে ভূমির সঠিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেছে;

২। মহাপরিকল্পনা (আরএমডিপি) অনুসারে সুন্দর নগরী গড়ার প্রত্যয়ে বিগত তিন বছরে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১১০৮টি ইমারতের নকশা অনুমোদন করা হয়েছে;

৩। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক৪প্রস্তাবিত আবাসিক জোনে বারনই আবাসিক এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোট ১৮৭ (একশত সাতাশি) টি আবাসিক প্লট নগরবাসীকে বারদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

৪। SDG Goal এর ১১.২.১ নং এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত ভৌত অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কোর্ট হতে বাইপাস পর্যন্ত ২.২৫ কি.মি. ও নাটোর রোড হতে বাইপাস পর্যন্ত ৫.০০ কি.মি. সড়ক বাস্তবায়ন করা হয়েছে; এবং

৫। SDG Goal এর ১১ নং এবং ডেলটা প্ল্যান, ২১০০ এর "Sustainable Land use and Spatial Planning" I "Earthquake" স্ট্রাটেজি এর অধীনে রাজশাহী মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানকে দুর্যোগ ঝুঁকি সংবেদনশীল করণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

৫. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সভা ও বছরব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণ;
২। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অফিস ভবনে দৃষ্টিনন্দন বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন;
৩। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বছরব্যাপী কর্মসূচী প্রণয়ন;
৪। মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনোভেশন বিষয়ে সেমিনার প্রণয়ন;
৫। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দপ্তরে বিসিএস ক্যাডারদের সাথে মতবিনিময় সভার কার্যক্রম।

৬. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

১। SDG Goal এর ১১.২.১ নং এবং বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত ভৌত অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজশাহী মহানগরীতে ২৩.৫০ কি.মি. সড়ক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্লাইওভার ও কমনডাক্ট নির্মাণ।

২। SDG Goal এর ৩ ও ১১ নং এবং বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী এর স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনসাধারনের আবাসন সমস্যা সমাধানকে লক্ষ রেখে রাজশাহী নগরীতে ২ (দুই) টি আবাসিক এলাকা উন্নয়ন।

৩। নগরবাসীকে সন্তোষজনক সেবা প্রদান ও রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারীকে কাজের সুন্দর পরিবেশ ও সুনির্দিষ্ট স্থান প্রদানের জন্য রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অফিস ভবনকে উর্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হবে।

৪। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ অনুসারে নিজস্ব অর্থ তহবিল গঠন ও নগরের আর্থিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমিতে একটি আধুনিক বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স ও গেস্ট হাউজ নির্মাণ করা হবে।

৭. বিগত ১ বছরের সাফল্যঃ

১। তালাইমারী চত্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণ;

২। কার্যকরী মহাপরিকল্পনা ও বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা হালনাগাদ করার মাধ্যমে রাজশাহী মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানকে দূর্যোগ ঝুঁকি সংবেদনশীল করণ;

৩। শহরের আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে প্রান্তিক আবাসিক এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক আবাসিক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

৪। নাটোর রোড (রুয়েট) হতে রাজশাহী বাইপাস রোড পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৮. উন্নয়ন প্রকল্প/ চলমান প্রকল্প/ প্রস্তাবিত প্রকল্প/ বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যঃ

৮.১ বাস্তবায়িত প্রকল্পঃ

৮.১.১ প্রকল্পের নামঃ নাটোর রোড (রুয়েট) হতে বাইপাস রোড পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) এই প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের রুয়েটের পূর্ব-দক্ষিণ কর্ণার হতে রাজশাহী মহানগরীর মেহেরচন্ডী, চকপাড়া ও খড়খড়িয়া অতিক্রম করে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত চার লেন বিশিষ্ট ৫.০০ কি.মি. বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা; ৯৪১০.০০ মি. আরসিসি ড্রেন; ০৯ (নয়) টি আরসিসি কালভার্ট; ০১ (এক) টি ৮০৫.০০ মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৪ (চার) লেন Overpass নির্মাণসহ ১০.০০ কি.মি. পানি সরবরাহ লাইন; ১০.০০ কি.মি. বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, ১০.০০ কি.মি. গ্যাস সরবরাহ লাইন ও ১০.০০ কি.মি. টি.এন্ড.টি. লাইন স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পটির কাজ জুন, ২০২২ এ সম্পন্ন হয়েছে।

৮.১.২ প্রকল্পের নামঃ কার্যকরী মহাপরিকল্পনা ও বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা হালনাগাদ করার মাধ্যমে রাজশাহী মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানকে দুর্যোগ ঝুঁকি সংবেদনশীলকরণ।

চিত্রঃ ০১ নির্মিত ফ্লাইওভার বাস্তব চিত্র

চিত্রঃ ০২ বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তার বাস্তব চিত্র

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০০৪ সালে প্রণয়ণকৃত Rajshahi Metropolitan Delelopment Plan (RMDP), ২০০৪-২০২৪ এর অধীনে প্রনয়নকৃত কার্যকরী মহাপরিকল্পনা ও বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা বা DAP হালনাগাদ করণ এবং বর্ণিত পরিকল্পনাটির সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করে দুর্যোগ ঝুঁকি সংবেদনশীল মহাপরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের মূল কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ক) দুর্যোগ সংবেদনশীল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রনয়ন

এই পরিকল্পনার অধীনে রাউক এর আওতাভূক্ত প্রায় ৩৬৫ বর্গ কি.মি. এলাকার জন্য ভূমি ব্যবহার জ্যোনিং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ভূমিকম্প, খরা, বন্যা ও আগুন এই চারটি দুর্যোগের প্রবণতা ও ভয়াবহতার উপর ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকাকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল, মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ ছাড়াও প্রকল্প এলাকার টপোগ্রাফিক্যাল এবং ভূ-তাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণ স্বাপেক্ষে দুর্যোগ সংবেদনশীল মহপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

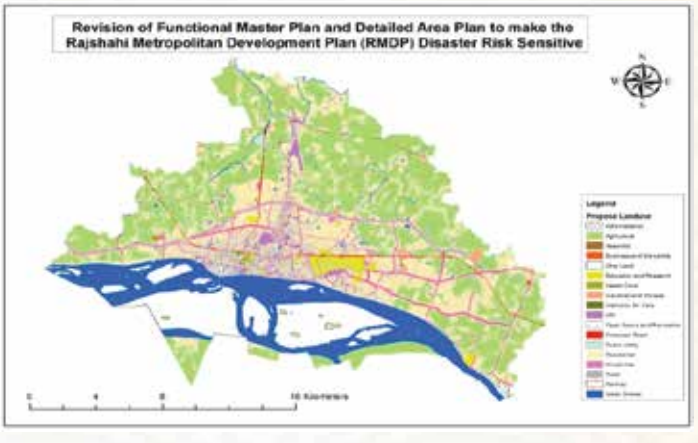

খ) বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা (ড্যাপ)

দুর্যোগ সংবেদনশীল মহপরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের অধীনে আরএমডিপি'র এলাকার মধ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক সীমানার উপর ভিত্তি করে (ওয়ার্ড/পৌরসভা/ইউনিয়ন ভিত্তিক) বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা বা ড্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্ল্যান প্রণয়নের জন্য জনগনের অভিমত গ্রহণের জন্য ওয়ার্ড/পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ে পিআরএ বা অংশগ্রহণমূলক দ্রুত মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া নগরীর বিভিন্ন তথ্যাদি ফিজিক্যাল ফিচার ও টপোগ্রাফিক জরিপ, পুকুর, নদী, খাল ও ড্রেন জরিপ, আর্থ সামাজিক ও নগর অর্থনৈতিক জরিপ, যানবাহন গণনা ও পরিবহন জরিপ, পরিবেশ বিষয়ক জরিপ, জিওফিজিক্যাল ও জিওটেকনিক্যাল জরিপ, ভবন ঝুঁকি জরিপ, বিনোদন ও পর্যটন বিষয়ক জরিপ, অংশগ্রহণমূলক দ্রুত মূল্যায়ন (PRA) ইত্যাদি জরীপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত জরিপ ফলাফলের তথ্যাদি বিশ্লেষণ ও অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রনয়ণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকার সরকারী, বেসরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অংশীজনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে অংশগ্রহণমূলক দ্রুত মূল্যায়ন (PRA)-এর দ্বিতীয় ধাপ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের খসড়া পরিকল্পনার উপর রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ অনুসারে গেজেটে প্রাকপ্রকাশের মাধ্যমে খসড়া পরিকল্পনাটির উপর ১০/০৩/২০২২ তারিখ হতে ২৪/০৪/২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের গণশুনানী ও গত ২/৬/২০২২ তারিখে একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত গণশুনানী এবং জাতীয় সেমিনারের মাধ্যমে গৃহীত মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের দুর্যোগ ঝুঁকি সংবেদনশীল মহাপরিকল্পনা ও বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপে সম্পন্ন কাজসমূহের চিত্র

১. BM পিলার স্থাপন

২. BM পিলারের মাধ্যমে GPS পয়েন্ট নির্ধারণ

৩. Total Station মেশিনের মাধ্যমে বাড়ির স্থানাঙ্ক নির্ধারণ

৪. Total Station মেশিনের মাধ্যমে ড্রেনের গভীরতা নির্ধারণ, ছোট বনগ্রাম

৫. Echo-Sounder মেশিনের মাধ্যমে নদীর গভীরতা নির্ধারণ

৬. Echo-Sounder মেশিন

৩১. দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ মূলক দ্রুত মূল্যায়ন সভা, সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধির সাথে, RDA

৩২. খসড়া মহাপরিকল্পনার উপর গণশুনানী কার্যক্রম।

৩৩. খসড়া মহাপরিকল্পনার উপর জাতীয় সেমিনার কার্যক্রম

৩৪. খসড়া মহাপরিকল্পনার উপর জাতীয় সেমিনার কার্যক্রম।

৮.২ চলমান প্রকল্পসমূহঃ

৮.২.১ প্রকল্পের নামঃ তালাইমারী চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্কয়ার নির্মাণ।

রাজশাহী মহানগরীর প্রবেশ দ্বার তালাইমারী চত্বরে ১.৪১৭৫ একর জমির উপর ৬৩৬৮.৬৭ বর্গমিটার স্কয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। এ স্কয়ারের মধ্যে ২৫৫৯.১০ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বেজমেন্টের মধ্যে গাড়ি পার্কিং, এম্পিথিয়েটার, আর্ট গ্যালারী এবং জলধারা বেষ্টিত বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য স্থাপন করা হবে। ৬৩৩২.৭১ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট গ্রাউন্ড ফ্লোরে আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, লাইটিং, ডিজিটাল স্ক্রীন সম্বলিত স্থায়ী আর্ট গ্যালারী এবং মিউজিয়াম থাকবে। তাছাড়া ১৫৭৬.৮৬ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ফার্স্ট ফ্লোরে আধুনিক রেস্টুরেন্ট, দৃষ্টি নন্দন ল্যান্ডস্কেপ, উন্মুক্ত স্থানে বসা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

- প্রকল্পের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ১৬৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
- প্রকল্পের স্ট্রাকচারাল কাজ শেষ পর্যায়ে।
- স্কয়ার নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। প্রকল্পের পরামর্শক কর্তৃক সরবরাহকৃত ডিজাইন ব্যাপক পরিবর্তণে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে গত ০৩/১১/২০২১ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০১/০২/২০২২ তারিখে ১ম সংশোধনী ডিপিপি'র উপর ব্যয় যৌক্তিকীকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩১/০৩/২০২২ তারিখে

সরেজমিনে ব্যয় যৌক্তিকীকরণ কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ব্যয় যৌক্তিকিকরণ কমিটির প্রতিবেদন গত ১৫/০৬/২০২২ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৫৩৫.২৮ লক্ষ টাকা।

- **প্রকল্প ব্যয়ঃ** ৫৯২৮.০৭ লক্ষ টাকা
- **প্রকল্পের মেয়াদঃ** নভেম্বর,২০১৭ হতে জুন,২০২২ খ্রি. (প্রস্তাবিত সংশোধনী ডিপিপিতে প্রকল্প মেয়াদ নভেম্বর,২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি.)
- **প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতিঃ** আর্থিক অগ্রগতি ৯০.০০% ও ভৌত অগ্রগতি ৯৫.০০%।

৯. প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। রাজশাহী টাউন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯১;

২। রাজশাহী শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ২০০৩;

৩। রাজশাহী টাউন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯১ এর তফসিলের পরিবর্তে সংশোধিত তফসিল, ২০০৬;

৪। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮;

৫। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্লট বরাদ্দ প্রবিধানমালা, ২০২১;

৬। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০২১ (প্রণয়নাধীন)

১০. প্রশাসনিক কার্যক্রমঃ

১। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ সৃজন;

২। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দপ্তরে নিয়োগ, পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড, বার্ষিক বর্ধিত বেতন কার্যক্রম;

৩। অবসর জনিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ;

৪। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঋণ/অগ্রিম প্রদান কার্যক্রম;

৫। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের ছুটি প্রদান ও সংরক্ষণ;

৬। মন্ত্রণালয়ের যাচিত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ;

৭। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথির কার্যক্রম;

৮। কর্তৃপক্ষের বোর্ডসভাসহ সকল সভার কার্যক্রম;

৯। কর্তৃপক্ষে ব্যবহৃত বিভিন্ন মনোহারি, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রী ও যান-বাহন ক্রয় এবং মেরামতের সকল কার্যক্রম।

স্কয়ার নির্মাণ কাজে বাস্তব চিত্র

থ্রি-ডি ভিউসহ প্রকল্পের পরিকল্পিত চিত্র

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কক্সবাজার ও উহার সন্নিহিত এলাকাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত একটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠা এবং এতদাঞ্চলকে সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের যথাযথ ব্যবহারের একটি আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে বিধায় উক্তরূপ পর্যটন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন আবশ্যক। এতদাঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যটনশিল্প বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অপরিকল্পিত নগরায়ন রোধ করাসহ অননুমোদিতভাবে নির্মিত ইমারত ও স্থাপনা অপসারণ করা ও একান্তভাবে জরুরি। পাশাপাশি শিল্প বিকাশে পর্যটন অঞ্চলের অবকাঠামো ও স্থাপনাসমূহ দৃষ্টিনন্দিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও অপরিহার্য।

কক্সবাজারকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠার পরপরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলছে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। অত্র দপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বার্ষিক কার্যাবলি সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ–

১. রূপকল্প

আধুনিক ও আকর্ষণীয় পরিকল্পিত পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠা করা।

২. অভিলক্ষ্য

পরিকল্পিত নগরায়ন এবং আবাসনের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ-এর মাধ্যমে কক্সবাজারকে একটি টেকসই, বিকশিত ও আধুনিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০২১-২২ অর্থবছরে (লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	আরএডিপি বরাদ্দ	লক্ষ্যমাত্রা (ক্রমপুঞ্জি)	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি (২০২১–২২)
“কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহু তল অফিস ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১) (অনুমোদিত)	২৬৫১.০০	১০০%	২৬৫১.০০(১০০%)	১০০%
হলিডে মোড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাসস্ট্যাণ্ড) প্রধানসড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২) (অনুমোদিত)	৮৩৪৮.০০	৬০%	৮৩৪৮.০০ (১০০%)	১০০%
কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল ২০২১ হতে মার্চ, ২০২৪) (অনুমোদিত)	১.০০	১৫%	১.০০ (১০০%)	১০০%
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১ (নিজস্ব অর্থায়নে) (জুলাই/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২) (অনুমোদিত)	৬০০০.০০	৬০%	৫৫১৬.২৩ (৯১.৯৪%)	১০০%

৪. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অর্জন

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবনের শুভ উদ্বোধন

৬ মে, ২০১৭ইং তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিগত ১৮ মে ২০২২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত বহু তল অফিস ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন।

খ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২টি দপ্তর সংস্থার মধ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন।

গ) ২০২০-২১ অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যথাক্রমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে ২য় স্থান ও বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৩য় স্থান অর্জন করে।

ঘ) সুবর্ণ জয়ন্তী মেলায় অংশগ্রহণ ২০২২

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার কর্তৃক আয়োজিত "মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণ জয়ন্তী মেলা-২০২২"-তে অংশগ্রহণ করে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। সরকারি-বেসরকারি মোট ১২০ টির অধিক স্টলের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৫. ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অন্যান্য কার্যক্রম

ক) **সেবা সপ্তাহ পালন:** কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সেবা গ্রহীতাদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ১৫ জানুয়ারি হতে ২২ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সেবা সপ্তাহ পালন করে এবং সে উপলক্ষে কউক অফিস প্রাঙ্গণে সেবা স্টল স্থাপন করা হয়।

খ) গণশুনানি

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত সেবাগ্রহীদের সাথে প্রতিমাসে গণশুনানির আয়োজন করে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। গণশুনানিতে জনসাধারণের মাঝে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

৬. ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

বহুতল বাণিজ্যিক ভবন

গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজারের মালিকানাধীন কলাতলীস্থ ০.৫৫ একর জমি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিনামূল্যে কউকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং রেজিস্ট্রি দলিল সম্পন্ন করা হয়। গত ১৭-০৪-২০২২ তারিখ কউক-এর অনুকূলে উক্ত জমি নামজারী করা হয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বর্তমানে ফিসিবিলিটি স্ট্যাডির কাজও চলমান।

কউক-এর প্রস্তাবিত ১০তলা (১৫তলা ফাউন্ডেশনসহ) বাণিজ্যিক ভবনের থ্রিডি

খ) এক্সডিএ এপার্টমেন্ট প্রজেক্ট

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কক্সডিএ এপার্টমেন্ট প্রকল্প শীর্ষক অপর একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৩-১-২০২১তারিখ উক্ত প্রকল্প বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৮/০৮/২০২২ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

কক্সডিএ এপার্টমেন্ট প্রজেক্ট-এর থ্রিডি ছবি

গ) বঙ্গবন্ধু স্মার্ট সিটি :

১. একটি বিশ্বমানের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু স্মার্ট সিটি শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বঙ্গবন্ধু স্মার্ট সিটি প্রকল্পের থ্রিডি ছবি

২. উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি গত ১৫/০৪/২০২২ তারিখ অনুমোদনের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. প্রকল্পটি বঙ্গবন্ধু স্মার্ট সিটি নামকরণের বিষয়ে সদয় অনুমোদনের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) বঙ্গবন্ধু থিম পার্ক প্রকল্প

১. পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং পরিকল্পিত পর্যটন নগরী বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু থিম পার্ক শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

২. প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য গত ১৬/০৪/২০২২ তারিখ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক) কক্সবাজারের হিমছড়ি পিকনিক স্পটে দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য নির্মাণ

কক্সবাজার শহরের পাশাপাশি মেরিন ড্রাইভ সড়কে নির্মাণ করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য 'সিন্ধুতট'।বিগত ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান উক্ত দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য 'সিন্ধুতট'-এর শুভ উদ্বোধন করেন।

খ) দরিয়ানগর ভাস্কর্য

কক্সবাজার শহরের পাশাপাশি মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন দরিয়ানগরে নির্মাণ করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য 'ঐতিহ্যে কক্সবাজার'। বিগত ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান উক্ত দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য 'ঐতিহ্যে কক্সবাজার' এর শুভ উদ্বোধন করেন।

গ) ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান ও ইমারতের নকশা অনুমোদন

কক্সবাজারকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২৯০টি ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র এবং ২৮২টি ইমারতের নকশা অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

অননুমোদিত ও অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ রোধ করতে ২০২১–২২ অর্থবছরে মোট ১৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

৮. উন্নয়ন প্রকল্প/ চলমান প্রকল্প/প্রস্তাবিত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য

ক) হলিডে মোড়-বাজারঘাটা- লারপাড়া (বাসস্ট্যান্ড) প্রধান সড়ক সংস্কারসহ প্রশস্তকরণ

কক্সবাজারের একমাত্র প্রধান সড়ক হলিডে মোড়-বাজারঘাটা-লারপাড়া (বাসস্ট্যাণ্ড) প্রধান সড়কটি বর্তমানে সংস্কারের অভাব এবং চারপাশের অবৈধ দখলের কারণে প্রায়শই যানজট লেগে থাকে। তাই উক্ত সড়কটি সংস্কারসহ প্রশস্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ১৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এমপি উক্ত কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রকল্পের ৬২% কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ চলমান আছে।

প্রকল্পের থ্রিডি

প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি

খ) কক্সবাজার সদর উপজেলাধীন কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১

কক্সবাজারে আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার 'কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প-১ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নিজস্ব জমির উপর নির্মিত সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ৪টি ১৫ তলা ভবনে মোট ৩৩৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে এবং ৩৩৯ ফ্ল্যাট-ই ইতোমধ্যে সাময়িক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের অগ্রগতি ৮২%।

গ) পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

কক্সবাজারকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৪ মে, ২০২১ তারিখ এর ডিপিপি অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে এবং প্রকল্পের অগ্রগতি ১০%।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বর্তমান অধিক্ষেত্র

ক্রমিক	উপজেলার নাম	উপজেলাভিত্তিক সর্বমোট এলাকা (বর্গ কি: মি:)	ইউডিডি'র মাস্টার প্ল্যান এরিয়া	পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা	ইউডিডি'র অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যান এরিয়া (ইউডিডি মাস্টার প্ল্যান+পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা)	কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত কউকের এরিয়া (বর্গ কি: মি:)	ইউডিডি+ পর্যটন সংরক্ষণ+ কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বমোট এরিয়া (বর্গ: কি: মি:)
০১	টেকনাফ	৩৮৮.৬৮	৫৭.২৭	১৪.২৩	৭১.৫০	৭১.৬৫	১৪৩.১৫
০২	উখিয়া	২৬১.৮০	৫৫.০৫	১১.৬৯	৬৬.৭৪	৫.৮৭	৭২.৬১
০৩	রামু	৩৯১.৭১	৩০.০৩	৫.০৬	৩৫.০৯	৪৯.৪৩	৮৫.৪৯
০৪	কক্সবাজার সদর	২২৮.২০	১০০.৫৩	৫.৭৯	১০৬.৩১	১৯.২৫	১২৫.৫৬
০৫	মহেশখালী	৩৬২.১৮	৯.৪০	৮.২৮	১৭.৬৮	--	১৭.৬৮
০৬	কুতুবদিয়া	২১৫.৮০	--	০.৪১	০.৪১	৬২.৬৩	৬৩.০৪
০৭	পেকুয়া	১৩৯.৬৮	--	--	--	৪৩.২৬	৪৩.২৬
০৮	চকরিয়া	৫০৩.৭৮	--	১৯.৪৭	১৯.৪৭	৫৫.০৫	৭২.৮২
০৯	সী-বীচ এরিয়া	--	৭০.০৬	--	৭০.০৬	--	৭০.০৬
		২৪৯১.৮৩	৩২২.৩০	৬০.৯৩	৩৮৩.২৩	৩০৭.৪৪	৬৯০.৬৭

৯. প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য

পর্যটন নগরী কক্সবাজার ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০১৮-এর খসড়া পর্যালোচনার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ০৪/১০/২০২১ তারিখে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে উক্ত খসড়া বিধিমালা যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলমান আছে।

১০. প্রশাসনিক কার্যক্রম

ক) নিয়োগ : কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২য় পর্যায়ে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত বিগত ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ১৬টি শূন্য পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা

হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের অনুকূলে পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ বিগত ১০ আগস্ট ২০২২ তারিখে ৩য় পর্যায়ে ৬৮টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

(খ) প্রশিক্ষণ : কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মোট ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মোট ৬০ জন ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

০১ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ITO Naoki-এর সাথে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এর সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

১২. বিবিধ

ক) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০২১–২২ অর্থ বছরের মোট ৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

খ) ই-গভর্ন্যান্স এ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্য দপ্তরের ন্যূনতম একটি বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন ও শিক্ষা সফরের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের নির্দেশনার আলোকে বিগত ০৭/০৬/২০২২ তারিখ জেলা প্রশাসন, বান্দরবান কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন ও শিক্ষাসফরের উদ্দেশে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন টিমও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বান্দরবান পরিদর্শন করেন।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসও স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বীর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ - ২০২২

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
www.mohpw.gov.bd